চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 June 2019 ■ আগরতলা, ১১ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকাশে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ, মমতা জানালেন পুলিশের একাংশ রাজনৈতিক গুন্ডামীতে মদত দিচ্ছেন

নয়াদিল্লী/কলকাতা, ১০ জুন।। পশ্চিমবঙ্গের অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার সকালেই দিল্লিতে বৈঠকে করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ওই রাজ্যের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তুলে ধরে বলেন, রাজ্য সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। সেই সাথে তিনি তাঁর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথা পুলিশের একাংশের ভূমিকাতেও তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশের একাংশ রাজনৈতিক গুন্ডামিতে মদত দিচ্ছে।

পিএমও তথা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিল্লিতে ক্ষমতার সর্বোচ্চ অলিন্দে সোমবার বার বার চর্চায় আসছে সন্দেশখালি। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছ থেকে সন্দেশখালির পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদে জেনে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে এ দিন সকালে অমিত শাহ-অজিত ডোভালদের বৈঠকেও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর। তাতেই শেষ হচ্ছে না চর্চা। মোদীর পরে অমিত শাহও কথা বলেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সোমবার রাজ্যপালের যে বৈঠক হল, তা পূর্বনির্ধারিতই ছিল। তবে সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রেক্ষিতে সে বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের অশান্ত পরিবেশের বিষয়ে সোমবার সকালেই দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-তৃণমূল সন্ত্রাসে বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আর তাতেই তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্র।এদিকে, সোমবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তিনি রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে নবান্নের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কার্যত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে শনিবার সন্দেশখালির ন্যাজাটে মৃত্যু হয়েছে চারজনের। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। বিজেপির দাবি, তাঁদের পাঁচ কর্মীকে খুন করেছে তৃণমূল। তবে পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে তিনজন বিজেপি কর্মী, ও একজন তৃণমূল কর্মী। এই পরস্থিতিতে উদ্বেগপ্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্যকে একটি 'অ্যাডভাইসরি নোট' দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভোট মিটে গেলেও রাজ্যে এখনও সন্ত্রাস চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি ফেরাতে সব ধরনের পদক্ষেপ করুক প্রশাসন। কোনও অফিসারের কাজে গাফিলতি পাওয়া গেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যেও রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যকে পাঠানো নোটে মন্ত্রকের পরামর্শ, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই নিতে হবে। প্রয়োজনে অশান্তি প্রবল এলাকাগুলিতে রুট মার্চের ব্যবস্থাও যাতে করা হয় সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে।

এদিকে, সোমবার নিজেরই মন্ত্রকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন চারটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব পদে নিযুক্ত হলেন ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব পদে নিযুক্ত হয়েছেন ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু। পাশাপাশি তাঁকে ত্রিপুরা দক্ষতা বিকাশ মিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। ইউ ভেঙ্কেটেশ্বরলু অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছিলেন।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পর মুখ্যসচিব পদ থেকে সরানো হয়েছিল এল কে গুপ্তাকে। তাঁকে সিপার্ডের ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পর থেকে নতুন মুখ্যসচিব খোঁজা শুরু হয়েছিল। এরই মধ্যে, বিদ্যুৎ দফতরের প্রধানসচিব মনোজ কুমারকে ভারপ্রাপ্ত মুখ্যসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হিসেবে পদোন্নতি দেয় ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেন্ট্রাল রোডে নেশা পাচারকারী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। রাজধানী আগরতলা শহরের সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন এর একটি বাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী পাচার মামলায় জড়িত এক পাচারকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে। তার নাম লিটন মোদক। তার বিরুদ্ধে আগরতলা পূর্ব থানায় দুটি মামলা এবং অসমের করিমগঞ্জ থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে।

অসমের করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ গত রাতে আগরতলায় আসে। করিমগঞ্জ জেলা পুলিশের কর্মীরা পূর্ব থানায় এসে পূর্ব থানা এলাকার সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালাতে চায়। এখানকার লিটন মোদক নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা রয়েছে। অভিযুক্ত লিটন মোদক বাড়িতে অবস্থান করছে বলে করিমগঞ্জ থানার পুলিশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় মৎস্য দপ্তরে চাকুরীর ভূয়ো অফার পুলিশের জালে যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। কোন ইন্টারভিউ ছাড়াই নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে হতবাক খোদ চাকরিপ্রার্থী। ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে এসে পুলিশের জালে খোদ চাকরিপ্রত্যাশী যুবক। সোমবার দুপুরে বিলোনিয়ার মৎস্য দপ্তরের জেলা অফিসে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের নাম কিংকর দাস। বাড়ি ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার গংছড়া গ্রামে। আগামী ২০জুন দক্ষিন জেলা মৎস্য দপ্তরে ফিসারীএসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দেওয়ার নিয়োগ পত্র পায় এই যুবক। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা ডি কে চাকমার সই করা সেই নিয়োগ পত্র নিয়ে সোমবার বিলোনিয়া অফিসে আসে সে। দেখা করেন সুপারেন্ডেন্ট এস সি মজুমদারের সাথে। এতেই বাধে বিপত্তি। নতুন কোন নিয়োগের আগাম কোন খবর জানা না থাকায় সুপারেন্ডেন্ট অধিকর্তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন এমন কোন নিয়োগপত্র ছাড়া হয়নি। এখন সুপারেন্ডেন্ট ভূয়া নিয়োগপত্র দেখানো বিষয়টি বিলোনিয়া থানায় জালানে পুলিস এসে চাকুরী প্রার্থী যুবকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিসের জিজ্ঞাসা বাদে যুবক জানায়, সে সম্পূর্ণ নিদোষ। ২০১৮ সালের শেষের দিকে সে ফিসারী এসিস্ট্যান্টের অফায় পেয়েছিলো। অফার পূরণ করে গুরখাবস্তি অফিসে জমাও দিয়েছিল। নির্বাচন ঘোষনা হয়ে যাওয়ায় নিয়োগপত্র পায়নি। গর ৩ জুন ডাক যোগে সেই পদে যোগ দেওয়ার নিয়োগপত্র হাতে পায়। নতুন সরকার এসে সব পূরনো নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিষয়টি যুবকের মাথায় আসতেই সন্দেহ হয় তার। এরপর বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ শুরু করে সে। সেইমত সোমবার অফিস দেখতে ও খোজখবর করতে বিলোনিয়া এসেছিল বলে যুবক পুলিসের কাছে দাবী করেছে। দপ্তর কিংবা পুলিস কেউই তার কথায় কর্ণপাত করছে না বলে প্রতিবেদকে জানায় ধৃত কিংকর দাস। কমলপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কিংকরের বাবা যতিন্দ্র দাস পেশায় তহশিলদার। ছোটভাই ইংিনিয়ারিং পড়ুয়া। ধৃত যুবকের দাবী সে চাকুরীতে যোগ দিতে আসেনি। শুধু নিয়োগপত্রটি সঠিক কিনা তা দেখতেই বিলোনিয়ায় আসা। এতেই সে ভূয়া নিয়োগপত্র দিয়ে চাকুরী বাগিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পুলিসের জালে জরিয়ে পরলো। তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে যদি ধৃত যুবকের সব কথা সত্যি হয়, তাহলে দপ্তরের ভেতরেই যে গলদ রয়েছে তা কিন্তু স্পষ্ট।

চুরি যাওয়া দুটি বাইক উদ্ধার হলেও গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জুন ।। আবারো কদমতলা থানার বড়োসড়ো সাফল্য। গতকাল গভীর রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্তের ঝেরঝেরি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চুরির দুটি বাইক উদ্ধার করে। ঝেরঝেরি এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডের একটি পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে এই দুইটি বাইক উদ্ধার করে কদমতলা থানার পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কদমতলা থানার এস আই অপু দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। উদ্ধারকৃত দুটি বাইক হল নম্বর বিহীন হিরো কোম্পানির কাল রঙের হাংক বাইক এবং সিলভার কালারের একটি গ্ল্যামার বাইক।বাইক দুটি উদ্ধার করে করমতলা থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তবে কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে কদমতলা থানার এসআই অপু দাস জানান, উনারা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ঝেরঝেরি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চুরি হওয়া দুটি বাইক উদ্ধার করেছেন।তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এই বাইক গুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পা দিয়ে লিখে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

প্রলয়ের শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। শুধুমাত্র মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সাহসিকতাকে কাজে লাগিয়ে পা দিয়ে লিখে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুটি বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ মোট ৩৪৬ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রলয় দে। তার এই অভূতপূর্ব সাফল্যকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দে। পা দিয়ে লিখে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে প্রলয়, তাই তাঁর পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব বহন করবে রাজ্য সরকার, ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ উদয়পুরের মাতাবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রলয় দে-কে আজ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। আজ প্রলয় দে তার বাবা সুমনকুমার দে এবং মা পুতুল গুহ দে'কে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সাক্ষাৎ করে। মুখ্যমন্ত্রী দেব প্রলয় দে-র পড়াশুনার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং রাজ্য সরকার তার পাশে রয়েছে বলে আশ্বাস দেন।

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের জীবনকে কীভাবে গড়ে তুলতে হয় প্রলয় দে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দিব্যাঙ্গজনরা কোনও ক্ষেত্রেই যে পিছিয়ে নেই প্রলয় সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব জানান, ভবিষ্যতে কৃতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়দিনে ১৯৩ মেট্রিক টন আনারস রফতানি, উপকৃত রাজ্যের চাষিরা ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। আনারসে ভর করে ত্রিপুরায় আর্থিক সমৃদ্ধির পথ খুলে গিয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। চলতি মাসের নয় দিনেই ১৯৩ মেট্রিকটন আনারস রফতানি হয়েছে। তাতে চাষিরা ভীষণ উপকৃত হয়েছেন বলে দাবি বিজেপি-র। বিজেপি প্রদেশ কমিটির প্রধান মুখপাত্র ডা, অশোক সিনহার কথায়, জুন মাসে নয় দিনে গুয়াহাটি, কলকাতা, নয়াদিল্লি এবং বাংলাদেশে রফতানি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি রফতানি হয়েছে বাংলাদেশে। মোট ১০৬ মেট্রিকটন কুইন প্রকৃতির আনারস বাংলাদেশে রফতানি হয়েছে। দিল্লিতে রফতানি হয়েছে ৮০ মেট্রিক টন, কলকাতায় ২১ মেট্রিক টন এবং গুয়াহাটিতে ৫ মেট্রিক টন। ডা. সিনহার দাবি, আনারসকে ঘিরে বিরাট বাজার ত্রিপুরার বাইরে অপেক্ষা করছে সেই ধারণা আগে কারোর ছিল না। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কুইন এবং কিউ প্রকৃতির আনারস রফতানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে চাষিরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হারও বেড়ে চলেছে। আনারসকে ঘিরে চাষিরা স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন । তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ৫-টি প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছে । আনারসকে কেন্দ্র করে খাদ্য প্রক্রিয়ারকণ ইউনিট খোলা সম্ভব হলে কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার বাজারে এখন আনারসের দাম বিগত দিনগুলির তুলনায় বেশি । তাতে স্পষ্ট, আনারস চাষিরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন ।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সাক্ষাৎকালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রলয় দে পায়ে লিখে দেখাচ্ছেন। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

যুব কংগ্রেসের গণঅবস্থান শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। লাগাতার নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দু'দিনব্যাপী গণ-অবস্থান আন্দোলন সংগঠিত করেছে যুব কংগ্রেস। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র ওরিয়েন্ট চৌমুহনি সংলগ্ন গুরুজি কনফারেন্স হলের সামনে তারা গণ-অবস্থানে শামিল হন। গণ-অবস্থানের শেষদিনে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিন্‌হা বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির অভিযোগ আনেন।

রাজ্যে ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে পাচারকালে বিস্তর পরিমাণে মূল্যবান কাঠ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জুন ।। পাচারকালে গাড়িসহ প্রচুর পরিমাণ চেরাই সেগুন লগ উদ্ধার চুরাইবাড়িতে। গতকাল রাতে চুড়াইবাড়ি ফরেস্ট রিজার্ভ থেকে প্রচুর পরিমাণ সেগুন পাচারকালে আটক করেন বিট অফিসার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে বিট অফিসার অমিত সূত্রধর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গাড়িসহ সেগুন কাঠ জব্দ করেন।তবে ফরেস্টার কে আসতে দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় পাচারকারী তথা গাড়ির চালক মিয়া। চোরাকারবারী নেজাম উদ্দিন এর বাড়ি আসামের বাজারীছড়া এলাকায়। বর্তমানে সে বিবাহসূত্রে চুরাইবারি খাদিমপাড়া তে বসবাস করছে। কিন্তু সেখান থেকে সে দুনম্বরী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। এমনিতে খাদিমপাড়া এলাকাটি অত্যন্ত পাচার বাণিজ্যের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত। সেখান থেকে প্রতিদিন চোরা কারবারী ও পাচার চক্রের জন্ম হয়। আর এদের প্রত্যেকেরই একটাই ঠিকানা, ফরেস্ট এর রিজার্ভ থেকে প্রতি দিন প্রতিনিয়ত গাছ কেটে বহি :রাজ্য তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চোরাচালান করা। আর এভাবে প্রতিদিন বন ধ্বংস করতে করতে বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে চলছে। অন্যদিকে সরকারি কোষাগার কে শূন্য করে নিজেদের পকেট দশগুণ ভারী করে তুলেছেন ওইসব চোরাকারবারীরা। এদিকে জানা যায়, নেজাম উদ্দিন বিবাহসূত্রে কয়েক বছর ধরে ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানা দিন খাদিমপাড়া এলাকায় বসবাস করছে। আর সেখানে একমাত্র রোজগারের পথ হিসাবে চোরাকারবারীর পথ বেছে নিয়েছে। থানা পুলিশ এমনকি বনদপ্তরের কর্মীদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবাধে বন ধ্বংস করে চলছে ওই বন মাফিয়া। বর্তমানে গাড়িসহ আটক সেগুন কাঠ গুলি পানিসাগর রেঞ্জ অফিসে রয়েছে। প্রায় ৬০ ফুট সেগুন লগ এর বাজার মূল্য লাক্ষাধীক টাকা বলে জানান বিট অফিসার অমিয় সূত্রধর।পাচারকার্যে ব্যবহৃত জ্ন্১০খত্ব ১৭১২ নম্বরের গাড়িটিও বনদপ্তরের হেপাজতে রয়েছে। তিনি জানান, চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান জারি রয়েছে।

বর্জ্য সংগ্রহে কঠোর সরকার, পুর নিগমকে গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের আদেশ পালনে কড়া নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। আগরতলা পুর নিগমের খামখেয়ালিপনায় ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের রোষানল থেকে কোনমতে বেঁচেছে রাজ্য সরকার। প্রত্যেক বাড়ি থেকে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ৩০ জুনের মধ্যে শুরু করা হবে মুচলেকা দিয়ে এযাত্রা পার গেছে। তাতে, পুর নিগমের প্রতি এখন ত্রিপুরা সরকার কড়া অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত না করলে নিগমের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারী দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তাই নয়, আগরতলায় সমস্ত বাজার এবং হোটেল থেকেও বর্জ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত করতে পুর নিগমকে কড়া ভাষায় আদেশ দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব কিরণ গিত্যে জানিয়েছেন, ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল আদেশ করেছিল ৩১ মার্চের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত করতে হবে। সে মোতাবেক আগরতলা পুর নিগমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কারণ, এই আদেশ পালন করা পুর নিগমের এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু, পুর নিগম এই বিষয়টিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্তর্গত রূপায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। ফলে, গৃহিত পদক্ষেপ সক্ষল হয়নি।

কিরণ গিত্যের কথায়, সময়ের মধ্যে আদেশ পালন না হওয়ায় ন্যাশনাল গ্রিণ ট্রাইব্যুনালের সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। ৩০ জুনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া রূপায়ন সুনিশ্চিত করা হবে বলে লিখিতভাবে আদেন জানিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। তাতে, গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল সম্মত হয়েছে। কিরণ গিত্যে বলেন, এখন ৩০ জুনের মধ্যে আগরতলায় প্রত্যেক বাড়ি থেকে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুর নিগমকে কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে। তাই, গত সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন পাড়ায় মাইকিং করে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্জ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হলে যদি কোন বাড়িতে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পাওয়া না যায় তাহলে জরিমানা করা হবে। তাছাড়া আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

এদিকে, আগরতলায় সমস্ত বাজার এবং হোটেলের বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্যও পুর নিগমকে চিঠি দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। কিরণ গিত্যের কথায়, বাড়িঘরের তুলনায় বাজারগুলিতে প্রচুর বর্জ্য জমা হয়ে থাকে প্রতিদিন। সেই বর্জ্য সময় মতো পরিস্কার করা হয় না। বরং অনেক সময় সেই বর্জ্য ড্রেইনে ফেলে দেওয়া হয়। তাতে, ড্রেইনগুলি পরিস্কার রাখতে ভিষণ সমস্যা হচ্ছে। একই অবস্থা হোটেলগুলিরও। তাই, আগরতলা পুর নিগমকে বাজার এবং হোটেল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য ঠিকেদার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে, নয়তোবা কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুর, কুমারঘাট এবং আগরতলায় তিনদিনে তিনটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। মূলত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনাল এবং সলিড ওয়েস্ট মেনেজম্যান্ট রুলস ২০১৬ এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় যানজট নিরসনে ট্রাফিক বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০, জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরে যানজট নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে। যানজট সমস্যা মোকাবেলায় ট্রাফিক দপ্তর বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে কর্মব্যস্ত সময়ে নো পার্কিং জোনে যাতে কোন ভাবেই যানবাহন ও বাইক পার্কিং না করা হয় সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ জনসচেতনা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বটতলা নাগেরজলা এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ট্রাফিক পুলিশ নো পার্কিং জোন চিহ্নিত করে ওইসব জায়গায় কোন ধরনের যানবাহন পার্কিং এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। এজন্য ট্রাফিক দপ্তর শ্রমিক সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছে। শ্রমিক সংগঠন বিএমএস তাতে সাড়া দিয়েছে। ফলে যানজট সমস্যা অচিরেই লাঘব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন ট্রাফিক পুলিশের সার্কেল অফিসার যুবরাজ চাকমা। সেসব জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ পয়েন্ট রয়েছে সেই সব জায়গায় সিগন্যাল দেওয়ার পর রাস্তায় যানবাহন কিংবা মোটর বাইক নিয়ে দাঁড়ানোর সময় বাম পাশ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কিংবা দমকল বাহিনীর মতো জরুরী প্রয়োজনের যানবাহন যাতায়াতের রাস্তা খোলা রাখার জন্য যানবাহনের মালিক ও চালকদের প্রতি আহ্বান জানানা হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৩৮ ▫ ১১ জুন ২০১৯ ইং ▫ ২৬জ্যৈষ্ঠ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কোন্ পথে রক্তাক্ত পঃ বঙ্গ

রক্ত বিধৌত পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত কোনপথে? সে রাজ্যে কি বিজেপি ২০২১ সালে ক্ষমতার মসনদ দখল করিবার লক্ষ্যে আগাইতেছে? লোকসভা নির্বাচনে১৮টি আসন ছিনাইয়া নেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করিয়াছে সংগঠন শক্তিতে বলিয়ান না হইলেও বিজেপি বঙ্গবাসীর শিরা ধরিতে পারিয়াছে। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ করিয়া দিয়াছেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় অন্তত চারজন খুন হইয়াছে। বহু নিখোঁজ বলিয়া সংবাদ। বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস সংঘর্ষ চলিতেছে। বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখল করিয়া নেয় বিজেপি। অনেক রক্ত দিয়া, লড়াই করিয়া যে মমতা নিজেকে অগ্নিকন্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন তাহাই যেন আজ বিধ্বস্ত বিপন্নতায় ঢাকিয়া যাইতেছে। একজন নেত্রীর ধৈর্য্য, সহনশীলতা না থাকিলে পদে পদে বিপদ আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহার মধ্যে নেত্রী সুলভ সংযত আচরণের অনেক বেশী অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। জয়শ্রীরাম শুনিলেই তাঁহার ক্ষীপ্ত হইয়া উঠার মধ্যে কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না। পরমত সহিষ্ণুতাই রাজনীতিতে সাফল্য আনিতে পারে। কোনও চঞ্চল মস্তিষ্ক নেতাকেই মানুষ পছন্দ করে না। ক্ষমতার দম্ভ, অহংকার মমতাকে যে গ্রাস করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহংকার পতনের মূল। বার বার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সে শিক্ষা কি মমতা বিস্মৃত হইয়াছেন?

রাজনীতির প্রতিটি ফাঁদেই মমতা পা দিয়াছেন। জয়শ্রীরামও হয়ত একটি ফাঁদ। মমতা ইহাতে যত চটিবেন ততই তিনি জনমনে হেয় প্রতিপন্ন হইবেন। ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রীকে গণতন্ত্রের থাপ্পড় কান ধরে উঠবোসের মতো ডায়ালগ বাংলার রুচিবাণ সংস্কৃতিবান মানুষ বরদাস্ত করেন নাই। বিজেপির প্রচারের ঢেউয়ে মমতার ক্ষোভ এমনভাবে আছড়াইয়া পড়িয়াছে যাহা রুচি সম্পন্ন ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। অজান্তেই বিজেপিকে প্রচারান্তরে সুবিধা করিয়া দিলেন মমতা। কথায় আছে বিপদ কালে বুদ্ধিনাশ। সবচাইতে মুশকিল হইল মমতার ভুল পদক্ষেপ গুলি ধরাইয়া দিবার কেউ নাই দলে। তিনি একমেব অদ্বিতীয়া। বাকী সবাই জো হুজুর মার্কা। নেত্রীর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা চলিবে না। ভুল হউক শুদ্ধ হউক অনুগত সৈনিকের মতো ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে। ফলে, ভুল পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত না হওয়ায় দলের পায়ের তলার মাটি সরিতে থাকে। দলের মধ্যে সুবিধাভোগী গোষ্ঠির ভূমিকায় সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছে। নেত্রীও তাহার বিন্দু বিসর্গত জানেন না? সব হারাইয়া এখন জনসংযোগের তুফান জুটাইতে নির্দেশ দিয়াছেন নেত্রী। কিন্তু তিনি এত উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া কিভাবে জন আস্থা হারাইতেছেন তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

পশ্চিমবাংলায় চলিতেছে ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ। রাতারাতি বিজেপির এমন বিপুল শক্তি আসিল কিভাবে? আসলে কেন্দ্রে ক্ষমতায় বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ ভরসা খুঁজিয়াছে বিজেপির মধ্যেই। সিপিএম ও কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা রাতারাতি বিজেপি দলে নাম লেখাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তো গো হারা হারিয়াছে। জাতীয় দলের মর্যাদাই এখন যাইবার পথে। তৃণমূলের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অত্যাচার হইতে বাঁচিতেই সিপিএম, কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা আজ বিজেপিকে ফুলে ফলে সাজাইয়াছে। বিজেপির জাতীয় নেতারা যে ছক দিয়াছেন সেই পথেই অশান্ত বাংলার ভবিষ্যত প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা বাড়িয়াই চলিতেছে। চার জনের খুনের ঘটনায় আরও ঘৃতাহুতি চলিতেছে। পরিস্থিতি জটিলতর করিয়া তুলিতে সর্বোত চেষ্টা চলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহাও নিশ্চিত যে, বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর হাতে মোকাবেলা করিতে না পারিলে বিজেপি তাহার রাজনৈতিক ফায়দা ষোল আনা তুলিয়া নিতে চেষ্টা করিবে। পশ্চিমবঙ্গে রক্তাক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে সিপিএম ও কংগ্রেস নীরব ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু সিপিএম কংগ্রেসের সামনে তৃণমূলের চাইতেও ভয়ানক বিজেপির উত্থান। কিন্তু বামেরা ও কংগ্রেস মুখে কুলুপ আঁটিয়া যেন মজা দেখিতেছেন। বাংলার ভবিষ্যত কি সেই রক্তাক্ত পথেই আগাইবে? রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের, অরবিন্দের রাজ্যে রক্তের বিভিষিকায় ক্ষমতার সিঁড়ি তৈরি হইবে?

গিরিশ কারনাড-র মৃত্যুতে গভীর শোকাহত শাবানা আজমি

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.) : শিল্পীমহল থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য ব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাড। গিরিশ কারনাড-র প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত অভিনেত্রী শাবানা আজমি । সোমবার শিল্পীর মৃত্যুর খবর পেয়ে শাবানা আজমি ট্যুইট করে শোকবার্তা জানানঊ

আজ বেঙ্গালুরুর লাভেলি রোডে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কারনাড। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশকিছুদিন থেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন কারনাড। ক্রমশ তাঁর অধিকাংশ অঙ্গই বিকল হয়ে যায়।

শিল্পীর মৃত্যুর খবর পেয়ে অভিনেত্রী শাবানা আজমি ট্যুইট করে লেখেন, ‘গভীর শোকাহত আমিঊআমাদের প্রায় ৪৩ বছরের বন্ধুত্বঊ এই শোকের সময়, শিল্পীর পরিবার ও আমি একটু একা থাকতে চাই । শিল্পীকে সম্মান জানাতে চাই’ঊ

শ্যাম বেনেগলের ‘নিশান্ত’ ছবিতে গিরিশ করনাডের বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল শাবানা আজমিকে । এই ছবিতে প্রশংসিত হয়েছিল শাবানা ও গিরিশের অভিনয় । এরপর বাসু চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বামী’ ছবিতেও গিরিশের বিপরীতে অভিনয় করেছেন শাবানা আজমি । এছাড়াও ‘আপনে পরায়ে’, অন্তর্নাদ, এবং ২০১৬ সালের ‘চক অ্যান্ড ডাস্টার’ ছবিতেও দেখা গিয়েছিল শাবানা ও গিরিশ করনাডকে ।

উত্তর প্রদেশের এটাহ-তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু ৪ জনের

এটাহ (উত্তর প্রদেশ), ১০ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় বলরাই স্টেশনে কানপুর-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৪ জনঊ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ছ’জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ সোমবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছেঊ এই ঘটনার জেরে দিল্লি-হাওড়া রুটে সাময়িকের জন্য ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছেঊ গুরুতর আহত অবস্থায় ছ’জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মৃতদের নাম হল, জীতু (২০), লাল চন্দ্র (২১), সুরেন্দ্র (২০) এবং পিন্টু (১৮)ঊ

রেল সূত্রের খবর, সোমবার সকালে বলরাই স্টেশনে কানপুর-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনেরঊ এছাড়াও আরও ছ’জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, একটি ট্রেন থেকে নামার পর অপর একটি প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন তাঁরাঊ সেই সময় দ্রুত গতিতে ছুটে আসে কানপুর-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসঊ ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় চারজনের দেহ, এছাড়াও ছ’জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ সাত সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে দিল্লি-হাওড়া রুটে সাময়িকের জন্য ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছেঊ মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

কমরেড ওয়াই ফেনগি কমিউনিস্ট চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সে সঙ্গে তিনি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। এই ফৌজি কমরেড ১৯৮৯ সালের ৪ জুন তারিখটি মনে করিয়ে দিয়েছেন।

১ জুন সিঙ্গাপুরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি জায়িয়ে দিয়েছেন, সে দিনের ঘটনাটি ছিল হিংসাত্মক। চিনের সরকার সে সব হিংস্রাত্মক ঘটনাটি মেকাবিলা করতে স ঠিক ব্যবস্থাই নিয়েছিল।

কমরেড প্রতিরক্ষামন্ত্রী সে বচ্ছায় ওই জবানবদি দেননি। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছি সাধারণ মানউষ এখনও কেন বলে থাকেন, ওই ঘটনার ঠিকভাবে মোকাবিলা করা হয়নি. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওই মন্তব্য ফুঁ দিয়ে উণিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ওই ঘটনার পরবর্তী তিরিশ বছর চিনে অনেক বড় বড় পরিবর্তন হয়েছে. সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার ফলে স্থায়িত্ব এসেছে এবং ুন্নয়ন হয়েে।

সে সময়ে যারা সবালোকে ছিলেন তাদের মন থেকে ঘটনাটি প্রায় মুছে গেছে। কারও কারও আবছাভাবে মনে অছে, চিনের রাজধানী পি কিংয়ের জিয়ান আন মেন চকে সেদিন অহিংস ও শ ান্তিপূর্ণ দ্বসত্যাগ্রহকে চূর্ণ করতে কমিউনিস্ট সরকার ফৌজ ও ট্যাঙ্গ বাহিনী নামিয়ে দিয়েছিল। বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার সাজিক্যাল স্ট্রাইকে কতজন পাকি বাহিনী সন্ত্রাবসাদীর মৃত্যু হয়েছ, বিষয়টি ধোঁয়াটে। সরকারের দাবি, ওই আচমকা অভিযানে সন্ত্রাসের ঘাঁটি গুণিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সরকার বিরোধীরা প্রশ্ন করেছিল, কতজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েচিছল। সরকার জবাবদিয়েছিল লাশ গোনা তাদের কাজ নয়

পিকিংয়ে সেদিনের সাম রিক অভিযান কতজন ছাত্র বুদ্ধিজীবী মেহনতি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল? সর কার নিশ্চয় তাদের লাশ গণনা করেছিল ত্তিকন্তু এবিষয়ে কোন সর কারি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়নি। তবে সরকারি মহ থেকে আভাস পাওয়া গিয়েছিল, লাশের সংখ্যা ছিল দুশো থেকে তিনশো। নিউইয়র্ক টাইমসের হিসাব ছিল, সংখ্যাটা তিনশো থেকে আটশো হতে পারে।

চিনা রে ডক্রসের হিসাব ছিল, সেনাদের গুলি ও ট্যাঙ্কের কামানের গোলায় কমপক্ষে ২০০০ এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ৩০০০ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছিল। ঠান্ডা মাথায় এই জঘন্য গণহত্যাকান্ডকে কমরেড প্রতিরক্ষামন্ত্রী উচিত ব্যবস্থা বলতে আত্মগ্লানি অনুভব করেননি। আসুন এবার দুনিয়া কাঁপানো সে রক্তাক্ত ও বেদনাদায়ক অধ্যায়টিয়র সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে স ামান্য পরিচয় হোক তখন চিনের মহাগুরু ছিলেনদেং শিয়াওপিং। কানে খাটো এই মহান নেতা কোন পদে না থেকেও শে, কথাটা বলতেন। সেটাই মান্য হত। তিনি গণতন্ত্রের মুক্ত বাতাস আটকাবার জন্য সবরকম কড়াকড়ি চালু রেখেছিলেন। অন্যদিকে চিনে বাজার অর্থনীতি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এই দুই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার ও পার্টিতে দুর্নীতি জাকিয়ে বসেছিল। পার্টির সাধারণ সম্পাদক হু ইয়াওবাংয়ের এসব পছন্দ ছিল না। ছাত্র বুদ্ধিজীবী এবং মেহনতি মানুষের একাংশে মাওয়ের মধ্যে মুক্তির আলো খ ুঁজে ে পেয়েছিল। ফলে ১৯৮৭ সালে ওই তিন বর্গের নাগরিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। পার্টির কট্টরপন্থীরা জানতেন, জীবিত হুয়ের থেকে মৃত হুয়ের প্রভাব বেশি। তাই পার্টির ফরমান জারি হল, হুয়ের শেষ কৃত্য চুপিসারে সেরে ফেলতে হবে. কিন্তু সে ছক ব্যর্থ হল। মুখে মুখে খবর পেয়ে ১৭ এপ্রি হাজার হাজার মাউষ চকে এসে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদদ্ধা জানাতে জড়ো হল। সে শুরু ২১ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ ব্যারিকেড উড়িয়ে দিয়ে লাখখানেক নওজওয়ান এসে চকে সত্যাগ্রহে যোগ দিল।

তাদের হাতের ব্যানারে এবং মাথারে ফট্টিতে লেখা, গণতন্ত্র অথবা মৃত্যু, মানবিক অধিকার চাই, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। দুর্নীতির উৎস । স্বাধীনতা ইত্যাদি।

হু ইয়াওয়াংয়ের উত্তরাধিকারী মাও জিয়াং ছিলেন তার পূর্বসূরীর মতোই উদারপন্থী। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে দেখা করে তিনি সহমর্মিতা জানিয়ে এলেন। কট্টরপন্থীদের নেতৃত্ব সামরিক আইন জারি করে সত্যাগ্রহীদের ভয় দেখাতে চাইলেন। কিন্তু তারায় পেয়ে চক ছাড়লেন না। ফলে সরকার প্রতারণার আশ্রয় নিল। ফৌজকে চকের আশপাশ তেকে সরিয়ে নেয়া হল।

২ জুন দুলক্ষাধিক সেনা ও ট্যাঙ্ক বাহিনীচক থেকে দূরে বড় বণ ভবনের াাড়ালে মোতায়েন করা হল। আসল অঘাতটা এল ৩ জুন রাতে। ট্যাঙ্ক বাহিনীর মদতে বিশ াল সে নাবাহিনীর চকরে দিকে এগোতে থাকল। ৪ জুন মাঝরাতে সত্যাগ্রহীদের পলকা বাধা চূর্ণ করে আক্রমণকারীরতত্রা চকের মধ্যে ঢুকে পড়ল । গুলি গোলার সামনে সত্যাগ্রহীরা টিকতে পারল না। পাচ তারিখ সকালে শূন্য চকে ফৌজের দর্পিত অস্তিত্ব বিরাজমান।

নিহত শহিদদের স্বজনরা তাদের প্রিয়জনদের সন্ধানে চকে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন। তাদের উপরও সেনাবাহিনী গুলি চালাল। তাদের ওপর সে রকম হুকম ছিল।

সেদিন চকের একটি ফটোগ্রাফ সারা পৃথিবীর নজর কেড়েছিল। এক চিনা ভদ্রলোক যেন সদ্য বাজার করে বাড়ি ফিরছেন। দুহাতে দুটি থলি। তিনি সোজা হয়ে অগ্রবতী ট্যাঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অছেন। যেন চ্যালেঞ্জ করছেন, ঢালাও গোলা। আমি পিছব না। পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাও জিয়াংকে ছেণে রাখারঝুঁকি কট্টরপন্থীরা নেয়নি। তাকে আগে পদচ্যুত করা হল তারপর গৃহবন্দী করা হল ১৬বছর বন্দীজীবন কাটিয়ে কাটিয়ে অবহেলায় মৃত্যু হল তার।

১৯৮৯ সালেরএপ্রিল জুন মাসের এই আন্দোলন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম বলে আখ্যাত।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল জুন মাসের এই আন্দোলন গণতন্ত্র’র জন্য সংগ্রাম বলে আখ্যাত।

ছাত্র যুবকবুদ্ধীজীবী মেহনতি মানুষদের এই সংগ্রাম, এই জীবনদান সফল হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে। এই সংগ্রাম সফল করতে আর কত অপেক্ষা করতে হবে, সে প্রশ্নের জবাব দেবে ভ বিষ্যত।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানে কলমচির আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সে ক বে তিনি লিখে গেছেন ‘বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা।
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।...
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।’

(সৌজন্যে - দৈঃ স্টে)

ধনীদেশে গরিবদের দুর্দশা

নির্মল বন্মচারী

নরওয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধনী ও ঠান্ডার দেশ। এ দেশে ক্রমশ ধনীরা আরও সম্পদশালী বা বড়লোক হচ্ছে এবং গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব।

উত্তর মেরুর কাছাকাছি বলে এদেশে ঠান্ডার প্রকোপ অনেক বেশি। উত্তর নরওয়ে শীতকালে প্রায় মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকে।

দক্ষিণে অসলোতে রাজধানী সহ সমগ্র অঞ্চলে শীতকালে কমবেশি ১০ ডিগ্রি থেকে ২৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা স্বাভাবিক। আবার গ্রীষ্মকালে রাজধানীতে উষ্ণ তাপমাত্রা বসন্তকাল ৭ ডিগ্রি থেকে ১২-১৩ ডিগ্রি ও জুন জুলাইতে সর্বোচ্চ ২০-২৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা। সেখানে আমাদের কলকাতায় এবার গ্রীষ্মকালে এপ্রিল মে জুনে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি। অসহ্য গরমে মানুষ হাঁসফাঁস করছে অসহায়ভাবে। এমনকি রাজস্থানে স াংঘাতিক গরমে প্রায় ৫২ ডিগ্রি বা তারও ওপরে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে। গ্রীষ্মের এই দাবদাহে কত অসহায়ম ানুষের মৃত্যু হচ্ছে— ঠিক যেমন ঠান্ডার দেশে প্রচন্ড বৃদ্ধদের ভাগ্যেও একই পরিণতি অবশ্য যে দেশগুলিতে দারিদ্র্য বি দ্যমান।

নরওয়ে ধনী দেশও এদেশে বিশেষ জনকল্যাণ ব্যবস্থা থাকায় নিম্ন আয় সম্পন্ন গরিব নাগরিকরা সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য বা সামাজিক সাহায্য কমবেশি পায় বা পাবার অধিকার তাদের স্বীকৃত। বর্তমানকালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে পুঁজিপতি শ্রেণীর যেমন সমস্যা ও সংকট বেড়েছে, তেমনি শোষিত শ্রেণীর দুর্দাশাও বেড়েছে। কেননা ক্রমশ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমন বা সে হারে পারিশ্রমিক খেটেখাওয়াসাধারণ মানুষের ও পেনশনিস্ট বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আয় বাড়েনি। উপরন্তু তাদের ওপর বেড়েছে করের বোঝা। আর ধনীদের কোটি কোটি টাকা। ক্রোনার কর মাফ করা হচ্ছে ববিষ্যতের উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের বিরাট বেকার সমস্যা মেটাবার অজুহাত দেখিয়ে। এইসব কারণে দেশের জনকল্যাণ ব্যবস্থা ও তার জটিল নিয়মকানুন মেনভাবে নথিভুক্ত ও বাস্তবে বা প্র্যাকটিসে প্রয়োগে, প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ তারসুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমানে সারা ইউরোপের বিশেষত প্রধান দেশগুলিতে যেমন ইংল্যান্ডের, লন্ডনে, ফ্রান্সের, প্যারিসে ও জার্মানির শিল্পাঞ্চলে বাড়ির দাম ও ফ্ল্যাট ভাড়া অতি ঊর্দ্ধে আকাশচুম্বী।

নরওয়েতেও ব ঢ়শহরগুলিতে বিশে রাজধানী ও পূর্বত ন রাজধানী বার্গেন শহর সহ স্টাভাঙ্গের ও তোন্দাহাইনে প্রভৃতিতেও সাধারণ মাথাগোজার ঠাঁই আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। এর ওপর আবার অগের বেশ কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থার ওপর কড়াকড়ি, কাটছাঁট ও নিষেধাজ্ঞা বা একটি নিম্নসীমা সর্বোচ্চ বলে ধার্য করা হচ্ছে ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারের জমানায়।

এদেশে জীবনযাত্রার মান অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে উন্নত। সে মান অনুযায়ী দেশের নাগরিকদের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে পার্থক্য বরাবরই ছিল, বর্তমানে আরও বেড়ে এমন পর্যায়ে গেছে যে না খেয়ে কেউ না মরলেও মাথা ঘোঁজার ঠাঁই বা মাথার ও পর ছাদ পেতে নেমে এসেছে অনিশয়চতা নিরাপত্তাহীনতা জীবনযাত্রায় দুর্দাশা এদেশের জনকল্যাণ ব্যবস্থা অনুযায়ী, সরকার ও পুরসভার সমাজকল্যাণ দপ্তর স্বল্প আয় যুক্ত ব্যক্তিদের বেশি বাড়ি ভাড়া হলে তা পূরণ করে বা তা দিয়ে সাহায্য হ চ্ছে না। করার নিয়ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তা আর করা হচ্ছে না। পুরসভার সর কারি পুরনো নির্ধারিত সাহায্যের পরিম াণ দিয়ে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান বাড়িঘর ও দ্রব্যমূল্যের দাম অনুযায়ী, সাহায্য অর্থ সাম্যান— কোনও ভুক্তভোগীর সমস্যা মেটায় না বরং বাড়ায়। আবার পুরসভঊা দেশে স্বল্প আয়যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য অনেক সস্তার বাড়ি বানিয়েছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী, অনেক সাধারণ নাগরিকরা সেসব ফ্ল্যাট কিনতে পারত বা কম ভাড়ায় বাস করতে পারত বা এখনও পুরনোদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রয়েছে কিন্তু বর্তমানে বহু পুর সম্পত্তি বা বাড়িঘর ফ্ল্যাটের মূল্য সাধারণবাবে ব্যবসাদার প্রমোটর কোম্পানি গুলির বহুমূল্যের ফ্ল্যাটের চেয়েও বেশি আছে। অর্থাৎ অসলে পুরসভা যাকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিল বা বিক্রি করল বাজারমূল্যের চেয়ে তা বহুগণ বেশি দামে। সরকারি ব্যাঙ্ক সে বর্ধিত মূল্য ঋণ দিয়ে তাকে সাহায্য করল। সুতরাং সে বেশি দাম মুনাফা করল সরকারি পুরসভাই। সাহায্য প্রাপ্ত বইবে তার অধিক সুদেমূলে ভারি কদিন আগে এদেশের মিডিয়ায় সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে ছবি সহ অনেক ভুক্তভোগীর মধ্যে এক ভদ্রলোকের করুণ দুর্দশার খবর বেরিয়েছে। যদিও এখন ঠান্ডা শীতকালের মতো নয়, গ্রীষ্মকালে শশুরু হয়ে গেলেও বৃষ্টিপাতে আবহাওয়া বেশ ঠান্ডাই। উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গে ক্রমে এই ঠান্ডার দেশে রুমানিয়া থেকে আগত ভিখিরি ও এদেশের গৃহহীন বেশ কিছু অসহায় মানুষ কোনক্রমে কম্বল বা লেপ গায়ে বড় ব্রিজের তলায় থাদের নীচে, চারদিকে যার খোলা, এমন দূরবস্থায় রাতে কাটায় অগত্যা। কলকাতায় যেমন খেটেখাওয়া, বিহারী রিকশাওয়ালা, মুটে ও দিনমজুর অনেকেই কষ্টসুষ্টে গাড়ি বারান্দার নীচে রাত কাটায়। কিন্তু অসলোতে প্রবল শীতে এটা অভাবনীয়। তাই সরকার এদের শহরের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে অস্থায়ী শিবিরে খানিকটা ব্যবস্থা করলেও অতূদরে ওই জঙ্গলে তেমন সুবিদার চেয়ে অসুবিধাই বেশি বলে, তারা যায় না। কিংবা রেডক্রসের গরিবের রাত্রিবাসের সস্তা জায়গা বা খাট পিছু বেশিরভাগই ফিরে যায়। যা হোক, যে ভদ্রলোকের কথা বেরিয়েছে— তিনি বর্তমানে প্রতিবন্ধী একজন। আগে চাকরি করতেন, পরে ড্রাগ আসক্ত হয়ে এমনই অসুস্থ হন যে কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা কী দৈহিক বা মানসিক শক্তি হ্রাস পায়, বা হারান, ফলে, প্রতিবন্ধী হিবে ভাতা পাচ্ছিলেন অনকের মতেই। সে বাতা হচ্ছে মাসিক ১ ৫০০০ ক্রোনার তার থেকে পুরসভার সাহায্যে দেয়া ছোট একটি ফ্ল্যাট মাসিক ভাড়া ১১,৫০০ প্লাস বিজলি, অন্যান্য খরচা। খাবারদাবার বাবদ হাতে থাকে ৪৫০০ ক্রোনার, এই টাকায় যাতায়াত ট্রাসপোর্ট ও খাবার কিছুতেই ও ই সামান্য টাকায় কেনা সারা মাসে অসম্ভব অগ্নিমূল্য হওয়ায়। নিজে বাড়িতে তার পক্ষে রান্না করা সম্ভবনয়। ভদ্রলোকে রেডক্রস বা চার্চের স্বল্পমূল্যের রেস্তোরায় বা বিনামূল্যে ক্ষুধা মেটাতে হন্যে হয়ে অপেক্ষা করেন বা করতে বাধ্য। বর্তমান সরকার যাদের স্বল্প আয় তাদের যে বাসযোগ্য সাহায্য দেয়া হত বা হয়,তাদের সে প্রয়োজনীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত করছে। কেননা সরকারি ধার্য স্বল্প আয় থেকে তাদেরকে বড়লোক যথেষ্ট আয় বলা হচ্ছে আগের বাজারদর অনুযায়ী। ফলে তারা মতো গৃহহীন বা প্রতিবন্ধীদের অবস্থা অসহায় ও সংকটজনক। এর মধ্যে বর্তমান সরকার বাসযোগ্য সাহায্য বন্ধ করবে বলে ঘোষণা করেছে. যেমন হাসপাতাল, লাইব্রেরি, শিশু উদ্যানের বাজেটে কাটছাঁট বৃদ্ধি, আবার পেনশনিস্টদের কাটছাঁট, ধনীদের কর মাফ, ন্যাটো ও আমেরিকাকে যুদ্ধাস্ত্র ও বিমান কেনার জন্য রেকর্ড উঁচু খরচের বাজেট ধার্য। সম্প্রতি এদেশের পার্লামেন্ট অনেক িবতর্ক চলছে মার্কিন যুদ্ধবিমান ৩৫ কেনা নিয়ে যাতে ক্রমশ মূল্য বেড়ে হয়েছে অনেক বেশি, ১৬ বিলিয়ন ক্রোনার অতিরিক্ত খরচ হবে, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দুটি বিশে দ্বীপেও সামরিক বিমানবন্দরের আধুনিক নির্মাণ ব্যয়। আর সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে গত বছর সামাজিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৭০০ মিলিয়ন, যা সরকারি বাড়ির জন্য সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ এই বাড়তি অর্থ পুরসভার কাছে াচ্ছে মুনাফা হিসেবে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধীরা ডবল ডবল ক্ষতিগ্রস্ত বা দ্বিগুণ বঞ্চিত হচ্ছে। এটা পরিষ্কার যে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার জনগণের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার কাটছাঁট করে সীমান্তরক্ষার নামে ন্যাটো ও ট্রাম্পের আমেরিকার যুদ্ধ তহবিল আরও ফুলিয়ে প্রচুর অর্থে ভর্তি করতে সচেষ্ট। দেশের প্রতি, দেশের গরিব নাগরিকদের করুণ অবস্থা বা দূর্দশা দূর করা দূরে থাক, আরও বাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশের সহৃদয় অধিকাংশ মানুষ আজ এই দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এর প্রতিবিধানে সামিল হয়েছেন ও হচ্ছেন যাতে নরওয়েতে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা বাস্তবে যথাযথ ও ন্যায্যত প্রয়োগ হয়। অবশ্য যতদিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন দূরবস্থা আরও বাড়বে বই কমবে না। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদলের মোর্চা ক্ষমতায় এলে সুফল বা অবস্থার উন্নতি হবে ঠিকই, তাও ভালো। অন্তত সাধারণ ও ভুক্তভোগী নাগরিকরা তাই চান।

(সৌজন্যে- দৈঃ স্টেঃ)

নরওয়ে ধনী দেশও এদেশে বিশেষ জনকল্যাণ ব্যবস্থা থাকায় নিম্ন আয় সম্পন্ন গরিব নাগরিকরা সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য বা সামাজিক সাহায্য কমবেশি পায় বা পাবার অধিকার তাদের স্বীকৃত। বর্তমানকালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে পুঁজিপতি শ্রেণীর যেমন সমস্যা ও সংকট বেড়েছে, তেমনি শোষিত শ্রেণীর দুর্দশাও বেড়েছে। কেননা ক্রমশ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমন বা সে হারে পারিশ্রমিক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ও পেনশনিস্ট বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আয় বাড়েনি। উপরন্তু তাদের ওপর বেড়েছে করের বোঝা। আর ধনীদের কোটি কোটি টাকা ক্রোনার কর মাফ করা হচ্ছে ববিষ্যতের উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের বিরাট বেকার সমস্যা মেটাবার অজুহাত দেখিয়ে। এইসব কারণে দেশের জনকল্যাণ ব্যবস্থা ও তার জটিল নিয়মকানুন মেনভাবে নথিভুক্ত ও বাস্তবে বা প্র্যাকটিসে প্রয়োগে, প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ তারসুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সোমবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্যামসুন্দর কোং এর কর্ণধার অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় সপ্তাহব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে আমিরাত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১০।। আমিরাত রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃপক্ষ (ইআরসি) জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সহায়তায় সপ্তাহব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে ১৮ মিলিয়নের চেয়ে বেশি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে।

আজ ঢাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) দূতাবাস থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে দেশব্যাপী প্রচারণা চালানো হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ কয়েক হাজার ব্যক্তি অনুদান ও দাতব্য সংস্থা থেকে এ তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের নির্দেশনায় ও ইউএই নের্তৃবৃন্দের সহযোগিতায় ইআরসি এই প্রচারণা চালায়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সাঈদ মোহাম্মদ আল মোহাইরি বলেন, 'এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের তাদের সবাইকে বিশেষত নারী ও শিশুদের সহায়তা করা দরকার। এই মুহূর্তে আমাদের সরকার রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইদের সহায়তায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনগণকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার তাদের অনুদান সংগ্রহ করছে।'

রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য খাবার, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তা দিয়ে আসছে।

ইউএই রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, 'বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য প্রথম দেশ হিসেবে ইউএই মানবিক সহায়তা শুরু করে বলে আমরা গর্বিত। ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় ইউএই রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করে যাচ্ছে।'

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইউএই বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য কক্সবাজারে অবস্থিত ইউএই-বাংলাদেশে ভলেন্টিয়ার ফিল্ড হসপিটালের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা করছে। এটা রোহিঙ্গাদের জন্য একটি ফিল্ড হসপিটাল পরিচালনাকারী প্রথম আরব দেশ।

২০১৮ সালের গোড়ার দিকে কক্সবাজারে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আর্থিক সহায়তায় আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত একটি মালয়েশিয়ান-সৌদি-আমিরাতি ফিল্ড হসপিটালও স্থাপিত হয়।

এছাড়াও কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ১শ'টি কুয়া খনন করা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ইআরসি'র তত্ত্বধানে প্রকল্পটি শুরু করেছে।

অধিকন্তু ইউএই রোহিঙ্গা শিশু ও তাদের মায়েদের অপুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিয়েছে।ঢাকায় অবস্থিত ইউএই দূতাবাস এই সকল ত্রাণ অভিযান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই ইউএই'র বিভিন্ন সংগঠন এই ত্রাণ কর্মকান্ডগুলো পরিচালনা করে যাচ্ছে।

গিরীশ কারনাড-র মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সংস্কৃতি মহল

কলকাতা,১০ জুন (হি.স.):শিল্পীমহল থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য ব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাড। গিরিশ কারনাড-র প্রয়ানে গভীরভাবে শোকস্তব্ধ সংস্কৃতি মহলউশুধু হিন্দি নয় বাংলা বিনোদন জগতের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

গিরীশ কারনাড-র মৃত্যুর খবরে বাংলা থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃত অরুণ মুখোপাধ্যায় জানান, "গিরীশ অত্যন্ত দক্ষ নাট্যকার সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য নাটক রয়েছে। তার মধ্যে একটি পড়ে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলাম, যেটি পরে শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেছেন— 'হয়বদন'। তাছাড়া গিরীশ খুব ভাল সংগঠক ছিলেন। দীর্ঘদিন সঙ্গীত নাটক আকাডেমি-র চেয়ারম্যান ছিলেন। দক্ষ অভিনেতা তো ছিলেন, সেটা বলাই বাহুল্য। ওঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই পেশাদারী পারদর্শিতা ছিল। নাট্যকার হিসেবে গিরীশকে আমি মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার-এর মাপেরই মনে করি'উ

অনুপম খের টুইট করে তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, 'গিরীশ কারনাড-এর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত। তিনি একজন বিরাট মাপের শিল্পী ছিলেন, একজন অসাধারণ নাট্যকার ছিলেন। ওঁর পরিচালনাতেই আমার চলচ্চিত্র জগতে প্রথম খুবই ছোট একটি চরিত্রে কাজ করার সুযোগ আসে, উৎসব ছবিতে। পরে তাঁর দু'টি নাটক, 'তুঘলক' ও 'হয়বদন' নাটকে অভিনয় করেছি ওম শান্তি'উ অভিনেতা তথা পরিচালক কমল হাসান টুইট তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, 'গিরীশ কারনাড-এর লেখাগুলি আমাকে মুগ্ধ করে, অনুপ্রেরণা দেয়। তিনি চলে গেলেন, পিছনে ফেলে গেলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ লেখককে। তাঁদের কাজই সম্ভবত এই অপূরণীয় ক্ষতিকে খানিক সহ্য করে নিতে সাহায্য করবে'উ

অনিল কাপুর তাঁর টুইট বার্তায় লেখেন, 'আমার সঙ্গে গিরীশ কারনাডের দেখা হয় যখন তিনি ফিল্ম ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল। ওই সময় ওঁর সঙ্গে 'পুকার' ছবিতে কাজ করেছি। প্রসিদ্ধ নাট্যকার তো বটেই, পাশাপাশি একজন বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর গল্পগুলি চিরদিন আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মগজে থেকে যাবে। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা ও প্রার্থনা রইল'উ

আজ সোমবার বেঙ্গালুরুর লাভেলি রোডে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কারনাড। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশকিছুদিন থেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন কারনাড। ক্রমশ তাঁর অধিকাংশ অঙ্গই বিকল হয়ে যায়।

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে নেশনস লিগে চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল

পোতর্গো, ১০ জুন (হি.স.) : ইউরোর পর আবার দেশের হয়ে ট্রফি জিতলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার ঘরের মাঠে উদ্বোধনী নেশনস লিগে চ্যাম্পিয়ন হল পর্তুগাল। উয়েফার নতুন এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে পরাজিত করে পর্তুগীজরা। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র গোলটি করেন গনসালো গুইদেস।

ফ্রান্সের মাটিতে ২০১৬ সালে ইউরো খেতাব জিতে ইউরোপীয়ান ফুটবলে চমক দেখানো পর্তুগালের গত বিশ্বকাপ অভিযান মনে রাখার মতো হয়নি। তবে রাশিয়া বিশ্বকাপের পর থেকে টানা জয়ে নিঃশব্দে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার কাজ করে পর্তুগাল। রাশিয়া থেকে খালি হাত ফিরে আসা যাবৎ এই নিয়ে টানা দশটি ম্যাচে জয় তুলে নেয় তারা।

ইউরো জয়ের তিন বছরের মাথায় আবার একটা উয়েফা টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠে ট্রফি সম্ভাবনা তৈরি করেছিল পর্তুগাল। রোনাল্ডোর দুরন্ত হ্যাটট্রিকে সুইজারল্যান্ডকে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হারিয়ে খেতাবি লড়াইের টিকিট অর্জন করে তারা। শেষমেশ সম্ভাবনাটাকে বাস্তবে রূপ দেয় পর্তুগীজরা।

নেশনস লিগের ফাইনালের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকে। যদিও রোনাল্ডো বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে দু'দলেই একাধিক আক্রমণ শাণায় প্রতিপক্ষের বক্সে। তবে ৬০ মিনিটে কাজের কাজটি করেন গুইদেস। সিলভার পাস থেকে তিনি বল জড়িয়ে দেন নেদারল্যান্ডসের জালে। বাকি সময়ে স্কোর-লাইনে কোনও বদল হয়নি।

টুর্নামেন্টের তৃতীয় স্থান নির্নায়ক ম্যাচে সুইজারল্যান্ডকে পনাল্টি শুট-আউটে ৬-৫ গোলে পরাজিত করে ইংল্যান্ড। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের স্কোর-লাইন ছিল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়েও কোনও দল বিপক্ষের গোলমুখ খুলতে পারেনি। টাই-ব্রেকারে নিজে গোল করে এবং প্রতিপক্ষের গোল বাঁচিয়ে নায়কের মর্যাদা আদায় করে নেন ইংল্যান্ড গোলকিপার পিকফোর্ড।

নরেন্দ্র মোদী এবং যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে, দাবি রাউথের

লখনউ, ১০ জুন (হি.স.) : অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে বড় শরিক বিজেপির উপর চাপ বাড়াল শিবসেনা। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ এবং দেশবাসী আমাদের কাছে সুপ্রিম কোর্টের মতো। রাম মন্দির নির্মাণে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই বেশি গুরুত্ব পাবে। চলতি বছরের শেষেই রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে সোমবার দাবি করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউথ।

এদিন সঞ্জয় রাউথ বলেন, রাম মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেবে। দেশের ১২৫ কোটি মানুষের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নিজের কাজ করে যাবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ছাড়াও অন্য পথ খোলা রয়েছে। আমাদের কাছে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ। রাম মন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি মতো বিষয়গুলি নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালানো হয়েছিল। জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনী প্রচার চালানো হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদী এবং যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। সঞ্জয় রাউথ আরও বলেন, রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। রাম মন্দির নির্মাণ করা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। ২০১৯ সালে এনডিএ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। নির্বাচনী প্রচারে রাম মন্দির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই আইন বা অন্য কোনও পন্থার মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজ কেউ আটকাতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে জনগণ বিপুল পরিমাণে আমাদের ভোট দিয়েছে। মামলা চলতে থাকবে। গোটা দেশ শ্রী রামের। নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ এবং আমরা রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অমিত শাহ-কে প্রশংসা করে সঞ্জয় রাউথ বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা অমিত শাহজির রয়েছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পর এই ক্ষমতা অমিত শাহের রয়েছে। তিনিই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অমিত শাহ দেশ এবং হিন্দুত্ব। কাশ্মীর নিয়ে দ্বিতীয় কোনও মত নেই। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ছাত্র সংসদের স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবিতে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.) : ছাত্র আন্দোলনে ফের উত্তপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ছাত্র সংসদের স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবিতে সোমবার অধ্যক্ষের ঘরের সামনে আবস্থানে বসেছেন প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রী। তাঁদের দাবি নিয়ম মেনে নির্বাচন পরিচালন কমিটির বৈঠক হোক।

এরইমধ্যে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। ছাত্রছাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, অবস্থান চলাকালীন সুগম দাস ও শুভদীপ সর্দার নামে দুজন টিএমসিপির সদস্য শ্লোগানরত এক ছাত্রকে মারধর করে চশমার কাঁচ ভেঙে দেয়। গুরুতর জখম সেই ছাত্র।

দু''বছরেরও বেশি সময় পর আগামী ১৪ জুন অবশেষে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে গত সোমবার কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ। তবে এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ছাত্র সংগঠনের কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে কথা না বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এমনকী বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা কেউ। আর তাতেই নির্বাচন নিয়ে বেঁকে বসেছে ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ নিয়ম না মেনেই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনরত ছাত্র অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শেষ ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয় ২০১৬-তে। তারপর গত দু বছর ধরে এমসিডিএসএ-এর তরফে অসংখ্যবার ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দাবি জানালেও কোনও কাজ হয়নি। অথচ হঠাৎই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনও অফিসিয়াল ইলেকশন কন্ডাকশন কমিটির বৈঠক ছাড়াই মাত্র এক সপ্তাহের নোটিসে নির্বাচন করাতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। বিধি মেনে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ১৪ দিন পর নির্বাচন হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে ১৪ জুন নির্বাচনের দিন ঠিক করার আগে সেটা মানা হয়নি। তাছাড়াও এই সময়ে চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সেমেস্টার চলবে। জুলাইয়ে প্রথম বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। জুনের মাঝামাঝি থেকে তাঁদেরও স্টাডি লিভ শুরু হবে। এমন সময়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা মানে, পড়ুয়াদের অংশ গ্রহণ কম হওয়া। এবিষয়ে ছাত্রদের বক্তব্য, কোনও নির্দিষ্ট দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যকে সবরকমভাবে অসহযোগিতা করছে কেন্দ্র, ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.): গত ছয় মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গকে কয়লা সরবরাহ করছেনা কেন্দ্রউ এতে রাজ্যে বিদ্যুত উতাদনে চরম সংকট দেখা দিচ্ছেউ সোমবার রাজ্যের সচিবালয় নবান্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগই করে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়উ এদিন রাজ্য সরকারের কাজের পর্যালোচনার বিষয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করে মমতা বলেন সবরকম ভাবে অসহযোগিতা করছে কেন্দ্র সরকারউ মমতা এদিন জানান, "গত ছয় মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গকে কয়লা দিচ্ছে না কেন্দ্র সরকারউ এতে বিদ্যুত তৈরিতে অসুবিধে হচ্ছেউ লোডশেডিং বেড়ে যাচ্ছেউ মানুষের কাছে রাজ্যকে ছোট করতে চাইছে কেন্দ্রউ" পাশাপাশি তাঁর মত অন্যান্য সব রাজ্যে সময় মত কয়লা সরবরাহ হলেও কয়লা পৌঁছাচ্ছেনা বাংলায়উ এরপরেই তিনি নজর দেন পে কমিশনের দিকেউ পে কমিশনের রিপোর্ট দিতে দেরি হওয়ার নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "পে কমিশনের রিপোর্ট কেন জমা দেওয়া হয়নি?" এরপরেই জানান, "পে কমিশনের রিপোর্ট এলেই তারপর দেখব। আমাদের সাধ্যমত করব"উ তিনি বলেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১২৪ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন বন্ধ করে পে কমিশন করা হবে না। যদি পে কমিশন রিপোর্ট দেয়, তাহলে অবশ্যই ভাবনা চিন্তা করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু কোনও প্রকল্প বন্ধ করে বা চলতি প্রকল্পের খাতে টাকা কময়ে পে কমিশন করা হবে না বলে এদিন জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর পাশাপাশি আজ পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য একটি সেল গঠন করে দেন মুখ্যমন্ত্রীউ ১৮০০৩২৫৮৩৪৪ এই টোল ফ্রী নম্বরে যে কেউ রাজ্যের যেকোনও জেলা থেকে ফোন করে পরিকল্পনার রুপায়ন সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যার কথা জানাতে পারেন বলেও এদিন তিনি জানানউ এছাড়াও ৯০৭৩৩০০৫২৪ এই নম্বরে এসএমএস করা ছাড়াও মেল করেও মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন।

সরকারি প্রকল্পগুলোর নজরদারিতে কমিটি

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.) : সরকারি প্রকল্পগুলোর নজরদারিতে আলাদা কমিটি গঠন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান তিনি। সরকারি প্রকল্পের নজরদারিতে 'মনিটারিং অফ প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটশন' অথবা 'গ্রিভ্যান্স সেল' গঠন করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এদিন স্বীকার করে নেন, কন্যাশ্রী সহ বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি হচ্ছে। কাজের গতিও শ্লথ হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের একাংশকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন 'মনিটারিং অফ প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটশন' অথবা 'গ্রিভ্যান্স সেল' গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এই কমিটির দায়িত্বে থাকছেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বে একটি দল সরকারি প্রকল্পগুলির নজরদারির দায়িত্বে থাকবে। রাজ্য সরকারের তরফে একটি টোল ফ্রি নম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। যে কোনও ব্যক্তিই এই নম্বরে ফোন করে সরকারি প্রকল্পগুলিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জানাতে পারেন। টোল ফ্রি নম্বরটি হল ১৮০০ ৩৪৫ ৮২৪৪। এছাড়াও একটি এসএমএস নম্বর দেওয়া হয়েছে। সেটি হল ৯০৭৩৩ ০০৫২৪। এছাড়াও ইমেল করেও অভিযোগ জানানো যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ইমেল আইডি হল ন্দ্রত্নত্বদ্বন্দ্রগব্ধন্ধস্থন.ত্বদ্রদ্ব। অভিযোগ খতিয়ে দেখে সাত দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে জেলাশাসকদের সুবিধার জন্য একজন করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এছাড়াও আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখাকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে রাজ্য সরকার। পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি অন্যান্য দফতরের আমলারাও এই বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন।

আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘরে বসে থাকলে আন্দোলন সফল হয় না ঃ সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,জুন ১০।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘরে বসে থাকলে আন্দোলন সফল হয়না না।

তিনি বলেন, 'আন্দোলনের ডাক দিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ঘরে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখতে থাকেন। ঘরে বসে থাকলে আন্দোলন কি সফল করা যায়? আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘরে বসে থাকলে আন্দোলন সফল হয় না।'

কাদের আজ সোমবার সচিবালয়ের মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক ইস্যুতে গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় ও ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় কালে এসব কথা বলেন।

'পরিবেশ না থাকায় বিএনপি নেতারা এলাকায় যেতে পারেনি' বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে সেতু মন্ত্রী বলেন, এবার এ রকম কোনো পরিবেশগত সমস্যা কোথাও ছিল না। এটা বিরোধী দলের একটা সুবিধা। ইচ্ছা করেই তারা এলাকায় যান না। আর পরিবেশের অভিযোগ তোলেন। এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ করেন মওদুদ আহমেদ। তিনি তো এবার এলাকায় ছিলেন। তিনি কি কোনো অভিযোগ করেছেন?

'সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন এ সংসদ অবৈধ' এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'যে সংসদ অবৈধ, সে সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য তিনি এত সিরিয়াস হলেন কেন? সংসদ অবৈধ হলে তিনি কি বৈধ? কোন বৈধতার সূত্রে তিনি সংসদে গেলেন?'

তিনি বলেন, সংসদ নিয়ে বিএনপির স্ব-বিরোধিতা পরিষ্কার। পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হয়েও শপথ নিলেন না। তার জায়গায় আবার বিএনপির জেলা সভাপতি উপ-নির্বাচন করছেন। এই নীতি নিয়ে যারা চলেন, তারা অতীতেও আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছেন, আগামীতে ব্যর্থ হবেন।

এ সময় এবারের ঈদ যাত্রার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ঈদ যাত্রা এবার ভালো ছিল। শুধু টাঙ্গাইলে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার হার এবার কম ছিল। এটা আসলে সড়কের শৃঙ্খলার অভাবে হয়েছে। আমাদের স্বস্তি পাওয়ার সুযোগ নেই। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

মাদরাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যার বিষয়ে সরকারের কোনো দুর্বলতা নেই জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার প্রধান এ বিষয়ে খুব কঠোর। সুতরাং এক্ষেত্রে কারো ক্ষেত্রে শৈথিল্যে দেখানোর অবকাশ নেই। ওসি এখনো ধরা পড়েনি। হয়তো শুনবেন খুব শিগগির ধরা পড়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সেতুতে একমাত্র রাষ্ট্রপতির গাড়ি টোলবিহীন চলাচল ছয়ের পাতায়

নবান্নে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.): কয়েকজন ওসি, এসআই ঠিক করে কাজ করছে না । তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবেউ সোমবার নবান্নে আট বছরের কাজের পর্যালোচনার বৈঠক শেষে সাফ জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়উ রাজ্যে পুলিশের ভুমিকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন এদিন তিনিউ

মমতা এদিন বলেন, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে পুলিশকে আরও কড়া হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও গুন্ডামি বরদাস্ত করব না"উ এদিন রাজ্যের সচিবালয়ে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা খবর পাচ্ছি কিছু কিছু জায়গায় ওসি বা সাব ছয়ের পাতায়

কংগ্রেসের গণ অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে মঞ্চে বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

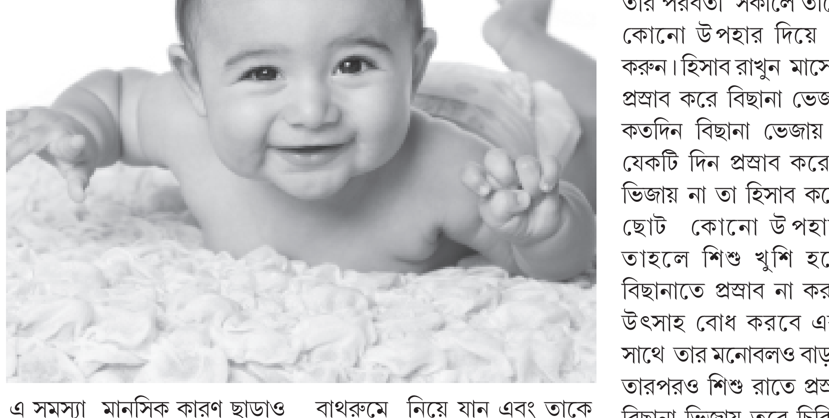

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।

এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

পাম চাষ ঃ বহুমুখী লাভের কৃষি

পাম তেলঃ পাম গাছের ফল প্রক্রিয়াজাত করে যে তেল পাওয়া যায় তাকে পাম তেল বলে। পাম ফলের মাংশল ও বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। মাংশল অংশ হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম তেল, আর বীজ (কার্নেল) হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম কার্ণেল তেল। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের শতকরা ৮০ শতাংশ পাম তেল উৎপাদন করে।

ইতিহাস ঃ পাম তেলের আদি উৎস পশ্চিম আফ্রিকা। পাম তেলের মিশরে আবির্ভাব ঘটেছে সম্ভবত: পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। মালয়েশিয়ায় ১৯১০ সালে স্কটসম্যান উইলিয়াম সিমে এবং হেনরি ডারবি নামের দুই ভদ্রলোক পাম চাষের প্রবর্তন করেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান ঃ সদ্য আহরিত পাম তেল বিটা ক্যারোট্রায়েনল নামক দুই ধরনের ভিটামিন ই অধিক পরিমাণে থাকে। অন্যান্য উদ্ভিদ ভোজ্য তেলের মতো পাম তেলও কোলেস্টেরলমুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল খাদ্যে পাম তেল ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে দেহে উপকারী 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে এবং ক্ষতিকর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। পাম তেল রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে ফলশ্রুতিতে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। লাল পাম তেলে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই থাকে। যা গাজরের চেয়ে ১৫ গুণ এবং টমেটোর চেয়ে ৩০০ গুন বেশি। লাল পাম তেল ক্যারোটিনয়েডের উৎস হওয়ায় কয়েক ধরনর ক্যান্সারকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে। পাম তেল এবং একই পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত অন্য ভোজ্য তেল সম্বলিত খাদ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলকভাবে ঘটানো স্তন ক্যান্সারের সংগঠন ও বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই পাম তেল প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভোজ্য তেলের মধ্যে ৫০ পিপিএম পর্যন্ত কোলেস্টেরল থাকলে তা 'কোলেস্টেরল মুক্ত' তেল হিসেবে বিবেচিত হয়। পাম তেলের কোলেস্টেরল ৫০ পিপিএম এর নিচে যা (১৩-১৯) পিপিএম এর মধ্যে। অপরপক্ষে সয়াবিন তেলে (২০-৩৫) পিপিএম সূর্যমুখী তেলে (০৮-৪৪) পিপিএম এবং সরিষার তেলে (২৫-৮০) পিপিএম কোলেস্টেরল বিদ্যমান। চিনে পাম তেল সয়াবিন তেল, পিনাট তেল এবং শূকরের চর্বি (সবগুলোর সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত) নিয়ে এক তুলনামূলক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে এদের মধ্যে। পাম তেল দেহে উপকারি এই ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় এবং ক্ষতিকর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

বিবিধ ব্যবহার ঃ পরিশোধিত পাম তেল গন্ধহীন হওয়ায় এর দ্বারা ভাজা খাদ্যেও স্বাভাবিক গন্ধ বজায় থাকে। পাম তেল অর্ধজমাট ঘনত্বে থাকার জন্যে এমন কিছু ভৌতগুণ ধারণ করে যা অনেক খাদ্য প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয়। পাম তেল ভোজ্য তেল ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহর হয়। সাবান, ডিটারজেন্ট, ফ্যাটি এসিড, ফ্যাটি অ্যালকোহল, গ্লিসারিন উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট, কেক, আইসক্রিমসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরিতে পাম তেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। চর্বি উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে পাম তেল সকলের পছন্দনীয়। পাম তেল থেকে তৈরি হয় সলিড ফ্যাট যেমন বনস্পতি যা স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম কারণ পাম তেলকে হাইড্রোজিনেশন করার প্রয়োজন হয় না বলে এতে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাটি এসিড থাকে না। পাম গাছের কাণ্ড, পাতাত, ফলশূন্য, কাঁদি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। পদ্মাগম গাছের পাতা ও ফলশূন্য কাঁদির আঁশকে প্রক্রিয়াজাত করে মধ্য ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড ও চিপবোর্ড তৈরি করা যায়।

চাষাবাদ ঃ পাম গাছের চাষের জন্য মোটামুটি তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে ভাল। প্রতিদিন ৫ ঘন্টা অথবা বার্ষিক মোট ২০০০ ঘন্টা সূর্যালোক দরকার। সমতল, ভারি, জল ধারণক্ষম পলিমাটি পাম চাষের জন্য আদর্শ। পাহাড়ি এলাকা, অনাবাদি জমি, সড়ক মহাসড়কের পাড়, পুকুর পাড়, অব্যবহৃত স্থানে পাম গাছ রোপণ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১২০ টি থেকে ১৫০ টি চারা অথবা ৯.৫ মিটার দূরে দূরে প্রতি হেক্টর জমিতে ১২৮ টি চারা রোপণ করা যায়। বীজ হতে চারা তৈরি করতে এক বছর সময় লাগে। চারা রোপণের তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ফল ধরে। রোপিত চারা ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফল দিতে পারে ৯.৫ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্ত জৈব সার দ্বারা ভরাট করতে হবে। জৈব সার শোধন করার জন্য একদিন তামাক পাতা ভেজানো জল ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি গর্তে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টি এস পি এবং ৫০০ গ্রাম ওমওপি সার প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে চারা রোপণের আগে অবশ্যই গর্তের জৈব সার বা কম্পোস্ট ভালোভাবে ওলট পালট করে গ্যাস বের করে দিতে হবে যাতে চারা গাছের কোন ক্ষতি না হয়। চারা রোপণের পর সবসময় মাটিতে যাতে জল থাকে সেজন্য সেচ দিতে হবে। ইঁদুরের আক্রমণ রোধ করার জন্য শতকরা ২ ভাগ জিংক ফসফাইট বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। গন্ডার পোকার আক্রমণে গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়। গোঁড়া পচা রোগ যা গন্ডদ্ধরমা বোনিনেন্স নামক জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। এ রোগের কারণে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে। আই পি এম পদ্ধতিতে পোকাদমন ব্যবস্থা রহণ করলে আক্রমণ রোধ করা যেতে পারে।

ফল সংগ্রহ ঃ সারা বছরই পাম গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। ফিলিপাইনের আর বি এ পি এর একটি প্রকাশনা অনুযায়ী চারা রোপণের ২৬ মাস থেকে ৩০ মাসের মধ্যেই ফসল সংগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছায়। এক হেক্টর জমির পূর্ণবয়স্ক গাছে গড়ে বছরে কাঁদিসহ ফল ১৯.১ মে. টন পাওয়া যায়। মাসে তিন বার বা ১০ দিন পর ফল সংগ্রহ করা ভাল।

তেল প্রস্তুত ঃ পরিপক্ক পলগাছ থেকে কাঁদিসহ কেটে নামিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর ফলগুলোকে পাত্রের মধ্যে জলসহ ফুটাতে হবে এতে ফলগুলো নরম হয়। এবার নরম ফলগুলোকে হাতে চেপে রস বের করতে হবে। তারপর জলমিশ্রিত এ রসকে একটি পাত্রে রেখে চুলায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে রেখে চুলদ্ধায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে বিদ্যমান জল বাষ্পাকার বের হয়ে যাবে বেং পাত্রের মধ্যে পাম তেল জমা থাকবে। এভাবে প্রাপ্ত তেল ছেঁকে বোতলে সংগ্রহ করে রাখলে ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

''কবীর''-এর জন্য অর্জুন ছিলেন সন্দীপের প্রথম পছন্দ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: টিজার এবং ট্রেলারে ''কবীর সিং'' দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। বাকি রয়েছে শুধু ছবি, যা খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ২১ জুলাই। তবে ছবি নিয়ে আশাবাদী পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা এবং অভিনেতা শাহিদ কাপুর। ''অর্জুন রেড্ডি''-র রিমেক হচ্ছে বলিউডের ''কবীর সিং''। তবে ''কবীর সিং''-য়ের পেছনে রয়েছে এক রহস্য যা খোলসা করলেন পরিচালক স্বয়ং। তিনি জানান, এই ছবিতে শাহিদ তাঁর প্রথম পছন্দ ছিলেন না। তিনি অন্য এক অভিনেতাকে ''কবীর''-এর চরিত্রের জন্য ভেবে রেখেছিলেন। শাহিদের সঙ্গে ছবির বিষয় নিয়ে তিনি কথাও বলেন। তবে তাঁর মাথায় ছিল অন্য অভিনেতার নাম। তবে সেই অভিনেতা কে তা তিনি কখনও কাউকে জানাননি। প্রথববার এই বিষয় নিয়ে সন্দীপ মুখ খুলেছেন।পরিচালক বলেন, আমার পছন্দ ছিল অর্জুন কাপুর। ছবির প্রযোজকও তাঁকে অ্যাপ্রোজ করেছিল। কিন্তু আমরা এই বিষয় নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। কারণ, আগে থেকেই আমি শাহিদের সঙ্গে এই ছবি নিয়ে কথা বলেছি তাই বেশি না ভেবে তাঁকে বেছে নিয়েছিলাম। তবে শাহিদের সঙ্গে প্রথবার জুটি বেঁধেছেন কিয়ারা আডবাণী। ছবিতে দুজনের কেমিস্ট্রি নিয়ে খুব চর্চাও হচ্ছে। তবে ''কবীর''-এর ভূমিকায় দর্শকদের নজর কেড়েছেন শাহিদ। তিনি বলেন, শ্যুটিং থেকে ফিরে এসে ২-৩ ঘন্টা ধরে স্নান করতাম যাতে সিগারেটের ধোঁয়া চলে যায়। অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।জানা গিয়েছে, শাহিদের পাশাপাশি কিয়ারাও ছিলেন না পরিচালকের প্রথম পছন্দ! কিয়ারার আগে এই ছবিতে কাজ করার কথা ছিল তারা সুতারিয়ার। এর পাশাপাশি ''কবীর সিং''-য়ের নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং পরিচালক। শাহিদ যার চরিত্রকে পর্দায় তুলে ধরছেন তিনি হলেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। তিনি মেডিক্যাল স্টুডেন্ট ছিলেন এবং তাঁর জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছিল। যা এবার রূপোলি পর্দায় দেখানো হবে।

মেক আপ তো শুধুই বাইরের সৌন্দর্য্য
চমকে দিলেন সুন্দরী অভিনেত্রী

মুম্বই: রূপোলি পর্দার নায়িকারা যেন স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের সুন্দরী হওয়ার জন্য মেয়েরা পাগল। কখনও জিম, কখনও ফেয়ারনেস ক্রিম। এভাবেই আলিয়া কিংবা দীপিকা হওয়ার দৌড়। তবে সত্যিই কী স্বপ্ন-সুন্দরীরা একেবারে নিখাদ-নিদাগ? তাদের জন্য কী আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে ছাপোষা মেয়েরা?না, আসলে প্রত্যেকেরই থাকে খুঁত। সাধারণের ভালোলাগার জন্যই সেসব খুঁত ঢেকে অসাধারণ করে তোলা হয় পর্দার সুন্দরীদের। কিন্তু নায়িকার বাইরে আসল মেয়েটির হয়ত মুখে দাগ কিংবা গায়ের রঙ কালো। তাই মেক আপ বিহীন চেহারা সামনে এনে অনেক নায়িকারা মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চাইছেন। বার্তা দিতে চাইছেন, তাঁদেরও খুঁত ঢাকতে হয়।ই ট্রেন্ডেই এবার নাম লেখালেন কাজল আগরওয়াল। দক্ষিণী এই নায়িকাকে বলিউডের দু-একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে। তবে দক্ষিণের ছবিতে কাজল বেশ জনপ্রিয়। আর অবশ্যই সুন্দরী। টানা চোখ, চোখা নাক- নায়িকা সুলভ চেহারায় আপ্লুত হয়ে যান ভক্তরা। সেই কাজল এবার চমকে দিলেন মেক-আপ বিহীন ছবি দিয়ে।অভিনেত্রীদের ইনস্টা হ্যান্ডেল যেখানে বিকিনি শ্যুট কিংবা সি-বিচে ছুটি কাটানোর ছবিতে ভরে থাকে, সেখানে কাজল হঠাতপোস্ট করেছেন তাঁর দুটি মেক আপ বিহীন ছবি। হঠাতদেখলে চেনাই যাবে না। রঙ চাপা, মুখ ভর্তি দাগ। চোখ-নাকের তীক্ষ্ণতা চোখে পড়লেও তথাকথিত সৌন্দর্য্য যেন নেই!ছবিগুলির তলায় বার্তাও দিয়েছেন তিনি। একটি ছবির তলায় লিখেছেন, এরকম একটি ছবি পোস্ট করতে অনেকটা সাহস লাগে, আর মেক-আপের একটা আস্ত লেয়ার তুলে ফেলতে হয়।আর একটি ছবিতে কাজল লিখেছেন, ''মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমশ আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে দিচ্ছে। শুধু একটা পারফেক্ট চেহারার জন্য সবাই কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন প্রসাধনীতে। আর সব সৌন্দর্য্য তো শুধুই বাইরের। ভিতরটা কী পাল্টে ফেলা যায়? নিজেরা আসলে কতটা সুন্দর সেটার মূল্যায়ন না করলে সব সৌন্দর্য্যই বৃথা।''কাজলই প্রথম নন। কিছুদিন আগে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সোনম কাপুর। যেখানে দেখা যাচ্ছিল কীভাবে মেক আপ করছেন তিনি। কীভাবে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে মুখের সব খুঁত। লিখেছিলেন, ''আমাদেরও কালার কারেকশনের দরকার হয়।'' অর্থাতকেউই যে পারফেক্ট নয়, সেই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।এছাড়া সম্প্রতি মালাইকাও একটি আর্মপিটের ছবি পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। যেখানে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে। শিরোনামে উঠে আসেন মালাইকাও।

রোবোটিক আর্ম প্রস্তুত

সামনের দিনগুলোতে প্রযুক্তি নির্ভরতা এতোটাই বাড়ছে যে মানুষের কাজগুলো করবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট। সেই প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে বসে নেই দেশের তরঞ্রণ প্রজন্ম। এই প্রযুক্তির রোবট তৈরি করছে তারা, যা মানুষের কাজ সহজ করার পাশাপাশি সাড়া দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

তথ্যপ্রযুক্তি বড় আসর বেসিস সফট এক্সপোতে এসেছে এমনই একটি রোবট, যাতে যুক্ত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হওয়া চারদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে 'রোবোটিক আর্ম' নামের রোবটটি ঘিরে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহের শেষ ছিল না।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একদল শিক্ষার্থী এই রোবটটি তৈরি করে নিয়ে এসেছেন প্রদর্শনীতে।

প্রকল্পের টিম লিডার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকটোনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশম সেমিস্টারের ছাত্র এনায়েত উল্লাহ জুয়েল বলেন, তৃতীয় প্রজন্মের রোবট দিয়ে শুধু নিয়ন্ত্রণ করাযেত। চতুর্থ প্রজন্মের শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে ফিড্ব্যাক প্রয়োজন। রোবোটিক আর্ম' এ এমন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তার কাজে কোনো ওভারলোড হচ্ছে কিনা বা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেগুলোর ফিডব্যাক দেবে। এই রোবটটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

রোবটটি ফুড প্রসেসিং, কেমিক্যাল বা ফার্মাসিটিক্যালের মতো শিল্প কারখানায় যেখানে একই কাজ বার বার করা হয় সেখানে ব্যবহার করা যাবে।

প্রদর্শনীতে দেখা যায়, রোবটটি একটি বল তুলছে এবং অন্য জায়গায় রাখছে। আর সেটি পরিচালনা করা হচ্ছে বাটন দিয়ে।

জুয়েল জানান, ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে রোবট নিয়ন্ত্রণ করবে তারা শিক্ষিত না। এজন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাটন ছাড়াও অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। রোবটটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ চলছে বলে জানানশিক্ষার্থীরা। রোবট তৈরিতে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অল্প খরচে এই রোবটটি তৈরি করা যাবে। বিদেশ থেকে এমন রোবট কিনতে পরিবহণ খরচসহ দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ হবে। আর এটি পাওয়া যাবে মাত্র ৬০-৭০ হাজার টাকায়।

প্রদর্শনীতে দেখা যায় রোবটটি এক কেজি ওজনের বস্তু তুলতে পারছে। তবে প্রয়োজন তা বাড়ানো যাবে বলে জানান জুয়েল।

আজ অবধি জানা যায়নি কে খুন করতে চেয়েছিল লতা মঙ্গেশকরকে!

কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর প্রায় সাত দশক ধরে প্লেব্যাক করেছেন বিভিন্ন ছবির জন্য ঊ ওঁকে ভালোবেসে বলা হয় ঊ উনি পঞ্চাশ হাজারের ও বেশি গান গেয়েছেন ১৪টা বিভিন্ন ভাষায় ঊ কিন্তু অনেকেই জানে না বহু বছর আগে ১৯৬২ সালে এই গায়িকাকে স্লো পয়জনিং করে খুন করার যড়যন্ত্র করা হয় ঊযদিও আজ অবধি জানা যায়নি কে ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল ঊ কিন্তু লেখক পদ্ম সচদেবের ' লতা মঙ্গেশকর : অ্যাসা কাঁহা সে লে আউ ' বই থেকে এই ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ঊ' লতাজি এই ঘটনার কথা আমাকে বলেছিলেন ঊ ওঁর তখন ৩৩ বছর বয়েস ঊ সালটা ১৯৬২ ঊ একদিন সকালে ওঁর পেটে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হলো ঊ তার সঙ্গে বমি ঊ সবুজ রঙের স্বচ্ছ তরল পদার্থ বেরোতে লাগলো বমির সঙ্গে ঊ উনি কয়েকবার বমি করেন ঊ ওঁর হাত পা-ও অবশ হয়ে যায় ঊ সারা শরীরে ব্যথা করছিল ওঁর ঊ' লতাজির ডাক্তারকে ডাকা হয় ঊ ডাক্তার ওঁকে ইনজেকশন দেন ঊ প্রায় তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটান লতাজি ঊ মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে আসেন উনি ঊ ১০ দিন পর ওঁর শরীরের উন্নতি হতে থাকে ঊ ডাক্তার ওঁকে জানিয়েছিলেন কেউ ওঁকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিল ঊ " আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনার পরে লতাজির জন্য যে রান্না করত তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ঊ সে তার মাইনে না নিয়েই চলে গেছিল ঊ লতাজির ওখানে রান্না করার আগে সে বলিউডের বেশে কয়েকজন তারকার বাড়িতে রান্নার কাজ করেছিল ঊ " লতাজির সুস্থ হতে তিনমাস সময় লাগে ঊ বিছানা থেকে উনি তখন উঠতেই পারতেন না এত উইক হয়ে গেছিলেন ঊ মাঝে মাঝেই ভয়ানক পেটের ব্যথায় কষ্ট পেতেন উনি ঊ ব্যথা কমাতে তখন ওঁকে বরফ মিশিয়ে ঠান্ডা স্যুপ দেওয়া হতো ঊ " এই ঘটনার পর সুরকার মজরুহ সুলতানপুরী নিয়মিত সন্ধ্যা ৬টার সময় লজাতির বাড়িতে আসতেন ঊ উনি প্রথমে এসে লতাজির খাবার খেয়ে দেখতেন ঊ তারপর সেই খাবার দেওয়া হতো ওঁকে ঊ উনি রোজই লতাজিকে গল্প পরে শোনাতেন, কবিতাও পড়তেন, লতাজির মন ভাল রাখার জন্য ঊ " অবশেষে প্রায় তিন মাস শয্যাগত থাকার পর লতাজি স্টুডিওতে গেলেন ঊ এই ঘটনার পর উনি প্রথম যে গানটা গাইলেন তা হলো ' কহি দ্বীপ জ্বলে কহি দিল।'

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল।

থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়।

যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ।

এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়।

কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে।

ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন। পত্রিকাটি জানিয়েছে, কম্পিউটারের আলগরিদম মাধ্যমে যখন ইমেল পাঠানো হতো, তখন বেশ কিছু কোম্পানির কর্মীরা সেখান থেকে হাজার হাজার বার্তা পড়েছেন। এডিসন সফটওয়্যার কোম্পানি বলেছে, নতুন একটি সফটওয়্যার ফিচার তৈরি করতে তারা কয়েক হাজার ব্যবহারকারীর ইমেল

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

বিশ্বের সবথেকে ছোট গাড়ি !

যদি প্রশ্ন করা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রথম সব থেকে ছোট গাড়ি কোনটি? এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত? আপনি ঢোঁক গিলে তরিঘড়ি করে আপনার হাতের স্কার্টফোনটি ঘাঁটতে শুরু করে দেবেন।

তবে আপনাকে বলি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম ছোটগাড়ির নাম পিল পি -৫০'। একদম ছোটখাটো দেখতে পুচকে মতন গাড়িটি দেখলে আপনি চমকে যাবেন। গাড়ি এরকমও হয়। এই গাড়ি তৈরির ইতিহাস অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। ব্রিটেনের পিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটি তৈরি করেছিল। ২০১০ সালে গিনেস বুকের রেকর্ডের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল পিল। পিল পি ৫০ তৈরি করা হয়েছিল শহরের সীমিত দূরত্বের মধ্যে চলাফেরার জন্য। এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। তবে গাড়ি ছোট হওয়ায় একটা সুবিধাছিল, চালক চাইলে পুরো গাড়িটা হাতে তুলে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চারতেন। গাড়িটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, গাড়িটির ডিজাইন করা হয়েছে একজন মানুষ আর একটি শপিং ব্যাগ বহনের উপযোগী করে। এছাড়াপিল গাড়ির মাত্র একটি দরজা আর একটি উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। ওজন কম হওয়ায় এটাও একটা কারণ। পিল সংস্থা এই গাড়িটি খুব বেশি তৈরি করেনি। মাত্র ৫০ টি তৈরি করেছিল। পরে ২০১০ সালে আবার নতুন করে এই গাড়ি তৈরি করা শুরু হয়।

বৃহত্তর ঐক্য গড়ারমাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের হাত থেকে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ঃ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট

ঢাকা,জুন ১০।। বিরোধী যত রাজনৈতিক দল আছে, সব দলকে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ারমাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের হাত থেকে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও জেএসডি সভাপতি আ স ম আব্দুর রব।

সোমবার (১০ জুন) সন্ধ্যায় উত্তরায় আ স ম রবের বাসায় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান।আ স ম রব বলেন, নির্বাচনের আগে জাতির কাছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও তা আদায় করতে পারিনি। আদায় না করা পর্যন্ত আন্দোলন ও ঐক্য অব্যাহত থাকবে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ভোট ডাকাতি হয়েছে অভিযোগ করে রব বলেন, বিষয়টি নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু এর উত্তর আজ আমরা দেবো না। আমাদের নেতা ড় কামাল হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করার পর আপনাদের মাধ্যমে জনগণের উত্তর দেবো।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে রব বলেন, আপনারা জনগণের অংশ, আমাদের অংশ। আশা করি পজেটিভ নিউজ করবেন। যা করলে জনগণের ক্ষতি না হয়।ঐক্যফ্রন্টের এই নেতা বলেন, কাদের সিদ্দিকী যে চিঠি দিয়েছেন, ড় কামাল হোসেনসহ ঐক্যফ্রন্টের কাছে এই চিঠির উত্তর কী হবে? যদি সংসদ অবৈধ হয়, তাহলে আপনাদের দলের লোকেরা কেন গেলো

তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া কারাগারে। তার হাসপাতালে বোমা পাওয়া গেছে। তার জীবন হুমকির মুখে। হাজার হাজার কর্মী কারাগারে। তাদের কারাগারে রেখে আমরা ঘুমাতে পারি না।

ওসি মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রব বলেন, তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। একটি নির্যাতনের বিচার হয়নি। রিপোর্ট পাওয়া যায় না। ফলে ঘুষ, দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। অন্যায় করলে বিচার হবে, এই কথা দেশের মানুষ ভুলে গেছে। অন্যায় করলে বিচার হবে, এটা বোঝাতে হবে।

কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দির মুক্তির আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান আসম রব।

বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বলেন, আমরা ৮ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম, কোনো উত্তর পাইনি। আজ দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই, যেহেতু আমাদের প্রবীণ নেতা (ড় কামাল হোসেন) অসুস্থ। বৈঠকটি মূলতবি রাখা হয়েছে।

'এজন্য আমি আমার দলের সভায় আলোচনা করে আরো অপেক্ষা করবো। যদি সুরাহা হয় আমরা আমাদের জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করবো, আমরাও চাই জাতীয় বৃহত্তর ঐক্য। এখন পর্যন্ত সেই জাতীয় ঐক্যের ভিত শক্তিশালী হয়নি, এখন অবধি জাতির প্রত্যাশা আমাদের ঐক্যফ্রন্ট করতে পারেনি।'

আপনি তো বলেছিলেন ৮ তারিখ সমাধান না হলে থাকবেন না- এরকম প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলেছি। এ ব্যাপারে সমাধান করার জন্যই আলোচনা। আমি গত ৪ তারিখ ড় কামাল হোসেনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছি। তারপর আজ সব দলের সঙ্গে নেতাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ড় কামাল হোসেন অসুস্থ থাকায় বিষয়টা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। সেজন্য কিছু সময় আমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে, আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।

আপনি আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন এরকম প্রশ্নের জবাব নাকচ করে দিয়ে কাদের সিদ্দিকী বলেন, আমি কোনোদিন আল্টিমেটাম দেইনি। আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম। অনেকে অনেকের মতো করেন। আল্টিমেটাম অন্য জিনিস।

এর আগে বিকাল সোয়া ৪টায় শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধ্যায় ৬টায়। রুদ্ধদ্বার এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেএসডির সভাপতি আসম আবদুর রব। উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আবদুল মঈন খান, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, হাবিবুর রহমান তালুকদার, ইকবাল সিদ্দিকী, গণফোরামের অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সুব্রত চৌধুরী, রেজা কিবরিয়া, নাগরিক ঐক্যের ড় জাহেদ-উর রহমান, মমিনুল ইসলাম, বিকল্পধারার নুরুল আমিন ব্যাপারী, শাহ আহমেদ বাদল, জেএসডির আবদুল মালেক রতন, শহিদউদ্দিন মাহমুদ স্বপন ও গণস্বাস্থ্য সংস্থার ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সবশেষ বৈঠক হয় গত ২৪ এপ্রিল।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত শিল্পশহর, পুড়ল বাইক

দুর্গাপুর, ১০ জুন (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ঠিকা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের রাশ কার হাতে থাকবে। আর তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে আবারও উত্তপ্ত হল দুর্গাপুরের আমরাই গ্রাম। দফায় দফায় বোমাবাজি, পুড়ল মোটরবাইক, ভাঙচুর হল দলীয় অফিস। রবিবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখনায় তৃণমূল ঠিকাশ্রমিক সংগঠনের ১৫ দফা দাবীতে ধরনা চলছিল। নেতৃত্বে ছিলেন দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বনাত পাড়িয়াল।

অভিযোগ উঠেছিল ধরনায় সামিল না হওয়া অপর গোষ্ঠীর কর্মীদের কারখানার গেট পাস কেড়ে নেওয়া হয়। তাকে কেন্দ্র করে আমরাই গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজি হয়। তারপর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। ঘটনার জেরে রবিবার রাতে আরতি গ্রাম থেকে আসা আর এক গোষ্ঠীর কর্মীরা সশস্ত্র চড়াও হয় আমরাই গ্রামে। গ্রামের মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর চালায়। চলে বোমাবাজি। এরপর দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গোটা এলাকায়। দুটি মোটরবাইক পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন সংঘর্ষ? দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ঠিকা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের রাশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের বিশ্বনাথ পাড়িয়াল ও প্রভাত চট্টোপাধ্যায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দল চলছিল। সম্প্রতি সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে।

গোটা আমরাই এলাকা সংঘর্ষের খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশের সামনেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। দুর্গাপুরের এসিপি আরিশ বিল্লালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিত স্বাভাবিক। এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে।' তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারী জানান,' রঙ না দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে পুলিশকে।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সদর কার্যালয়ে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ অশোক সিন্‌হা ও পাশে নবেন্দু ভট্টাচার্য্য। ছবি- নিজস্ব।

মির্জাকে জেরা করে সন্তুষ্ঠ নয়, সিবিআই

কলকাতা,১০ জুন (হি.স): নারদকাণ্ডে আইপিএস অফিসার এসএমএইচ মির্জাকে আজ সোমবার আবার জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে যান অবিভক্ত বর্ধমানের প্রাক্তন পুলিশ সুপার। এদিন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসাররা তাঁর কাছে জানতে চান, তার মাধ্যমে শাসক দলের কোনও নেতা ও মন্ত্রীদের কাছে নারদের টাকা যেত কিনা । অভিযোগ,পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু কর্তাদের মাধ্যমেই বিরাট অঙ্কের টাকা তাদের কাছে নিয়মিত পৌঁছে যেত । যাদের কাছে তিনি টাকা পাঠাতেন তৃণমূলের সেই নেতা মন্ত্রী কারা ? কিন্তু মির্জার কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনও সদুত্তর মেলেনি বলেই সিবিআই সুত্রে জানা গেছে । সিবিআই ছাড়াও এর আগে আইপিএস অফিসার সৈয়দ মুস্তাফা হুসেন মির্জাকে লালবাজারে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল।গত ৬ জুন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সামনে হাজিরা দিয়েছিলেন এসএমএইচ মির্জা। ফের এদিন নিজাম প্যালেসে আসেন একদা মুকুল রায় ঘনিষ্ঠ এই অফিসার। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে জেরায় টাকা নেওয়ার কথা কবুল করেছেন মির্জা। তিনি নাকি বলেছেন, একটি অনাথ আশ্রমের জন্য অনুদান হিসেবে ওই টাকা নিয়েছিলেন। প্রথমে অস্বীকার করলেও আদালত যখন জানায় যে, স্টিং অপারেশনে ম্যাথুর তোলা মির্জার টাকা নেওয়ার ফুটেজ আসল । তারপর তিনি স্বীকার করেন । তার বিরুদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে ।

আজ সিবিআই তাঁর কাছে আরও জানতে চায়, স্টিং অপারেশনে তাকে যে পাঁচ লক্ষ টাকা নিতে দেখা যায়, তার বাইরে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কিনা ? হয়ে থাকলে সে টাকা কোথায় গিয়েছে ? যদি শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের কাছে গিয়ে থাকে তার তথ্য সিবিআই তাদের হাতে নিতে চাইবে । তারপর ওইসব নেতা মন্ত্রীদের ফের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে । তাতে বিপাকে পড়তে পারে শাসক দল । কিন্তু মির্জা সিবিআইয়ের অফিসারদের এই বিষয়ে কিছুই জানাতে পারেন নি বলে খবর । তাই, মির্জাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তুষ্ঠ নয় সিবিআই । ফের তাকে তলব করা হতে পারে বলে সিবিআই সুত্রে জানা গেছে ।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই প্রকাশ্যে আসে নারদ ভিডিও। সংস্থার কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েলের এই স্টিং অপারেশন নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে। মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তে নামে সিবিআই। নারদ নিউজের প্রধান ম্যাথু স্যামুয়েল দাবি করেন, টাকার বিনিময়ে 'রাজনৈতিক রক্ষাকবচ' ও 'সুবিধা' পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও মন্ত্রীরা। অভিযোগ, ওই টাকার বিনিময়ে ম্যাথু স্যামুয়েলের কাল্পনিক সংস্থা 'ইমপেক্স'কে বেআইনিভাবে সুবিধা পায়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা।এদিকে, নারদ কাণ্ডেই ইডি ডেকে পাঠিয়েছে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে চিকুকে। তলব করা হয়েছে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী তথা মানিকতলার বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া পাণ্ডেকেও। ১৭ জুনের মধ্যে তাঁদের দেখা করতে বলেছে ইডি। রত্নাদেবী ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, 'দু-একটি কাগজ দেওয়া বাকি আছে। ভোটের কারণে ব্যাস্ত ছিলাম। তাই যেতে পারিনি। এর মধ্যেই গিয়ে দিয়ে আসব'। শ্রেয়া আপাতত দেশের বাইরে রয়েছেন।

নীতি আয়োগের নামে রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে কেন্দ্র, কটাক্ষ মমতার

কলকাতা,১০ জুন (হি.স.): নীতি আয়োগের নামে রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে কেন্দ্রউ সোমবার নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠক শেষে এমনটাই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়উ আট বছরের কাজের পর্যালোচনা হয় এদিন নবান্নেউ সব দফতরের মন্ত্রী সচিব সহ সমস্ত ডিএম, এসপি ও পুলিশকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকেউ আজ বৈঠকে সকল দফতরের কাজের খতিয়ান নেন মুখ্যমন্ত্রীউ কোন দফতরের কাজ কতখানি এগিয়েছে, বরাদ্দ অর্থের কত টাকা খরচ হয়েছে এই সমস্ত বিষয়েই বিশদে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রীউ

এদিন বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নীতি আয়োগের কোনও ক্ষমতা নেই। তাই নীতি আয়োগের বৈঠকে গিয়ে কোনও লাভ নেই।' প্রধানমন্ত্রীর নীতি আয়োগ অনুষ্ঠানে যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন তিনি আগেইউ এপ্রসঙ্গে আজ বলেন, "নীতি আয়োগের নামে রাজ্যে নাক গলাচ্ছে কেন্দ্রউ তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। শুধুমাত্র ভাষণ শোনার জন্য দিল্লি যাবনা"উ তবে এরই সঙ্গে তিনি যোগ করেন যদি যোজনা কমিশন তৈরি হয় তবে তিনি দিল্লি যাবেন, সেই বৈঠকে যোগ দিতে।

তিনি আরও বলেন, 'তিন মাস ভোটের জন্য কাজ অনেকটা পিছিয়ে গেছে। সেই সব কাজে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দফতরকে। আমরা জিএসটি সংশোধন করেছিউ জিএসটি আদায় বেড়েছে ২৬ শতাংশ। বামের করে যাওয়া প্রায় ২ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকার লোন শোধ করতে হয়েছে। এবছরও ৫৬ হাজার কোটির লোন শোধ করতে হবে"উ সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েছে বলেও এদিন জানান তিনি।

এদিন মমতা বলেন ৮ বছরে কৃষিক্ষেত্রের পিছনে সরকারি ব্যয় বেড়েছে ৫ গুণ। পরিকল্পনা খাতে ৮ গুণ খরচ বেড়েছে। ৯ গুণ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক খাতে। ১০০ দিনের কাজে যেন অবহেলা না হয়, সেদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে যারা এখনও ডিজিটাল রেশন কার্ড পাননি তাদের বিষয়েও কলকাতা পুরসভা ও খাদ্য সুরক্ষা দফতরকেও নজর দিতে বলা হয়েছেউ এর পাশাপাশি রাজ্যে খাতেই খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান তিনিউ এছাড়া রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো বলেই এদিন দাবি করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ

বালুরঘাটে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

বালুরঘাট, ১০ জুন (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বেলতলাপার্ক এলাকায় বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ঢুকে হামলা চালাল একদল দুষ্কৃতী । হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলাটি ঘটিয়েছে। যথারীতি অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল শিবির। তাদের দাবি, বিজেপির লোকেরাই এই ঘটনায় যুক্ত। ওদের নিজেদের মধ্যেই অনেক ঝামেলা রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী উজ্জ্বল কর্মকারের বাড়িতে হামলা করে। দুষ্কৃতীদের হাতে রামদাঁ ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। উজ্জ্বল কর্মকারের মা মিনতি কর্মকার চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। বেগতিক বুঝে হামলাকারীরা সকলে পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা সকলেই তৃণমূলের লোক বলে অভিযোগ করেন উজ্জ্বল কর্মকার ও তাঁর মা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টানা তিনবার ফরাসি ওপেন জিতলেন রাফায়েল নাদাল

প্যারিস, ১০ জুন (হি.স.) : টানা তিনবার ফরাসি ওপেন জিতলেন স্প্যানিশ তারকা রাফায়েল নাদাল। হ্যাটট্রিক করলেও একটানা জয়ের নিরিখে এটি রোলাঁ গারোর রেকর্ড নয়। এর আগে নাদাল ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত টানা পাঁচ বার ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তার আগে ২০০৫ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত জিতেছেন চারটি ফ্রেঞ্চ ওপেন খেতাব। শেষ ১৫ বছরে মাত্র তিনবার নাদাল ছাড়া অন্য কেউ রোলাঁ গারো থেকে মেনস সিঙ্গলসের ট্রফি জিতে ফিরেছেন। নাদাল কখনই প্রি-কোয়ার্টারের বাধা টপকে খালি হাতে ফেরেননি। নাদাল ফরাসি ওপেনে শীর্ষবাছাই না হলেও ফেভারিট ছিলেন। তবে বুঝিয়ে দিলেন লাল শুঁড়কির রোলাঁ গারোর অবিসংবাদিত সম্রাট তিনিই। গত কয়েক মরশুমে ক্লে কোর্টে নাদালকে টক্কর দেওয়ার মতো দক্ষতা সঞ্চয় করলেও ডমিনিক থিয়েমের পক্ষে রাফাকে টেক্কা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ফরাসি ওপেনের খেতাবি লড়াইয়ে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। ৩ ঘণ্টা ১ মিনিটের লড়াই শেষে ৬-৩, ৫-৭, ৬-১, ৬-১ সেটে জয় তুলে নিয়ে আরও একবার ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন রাফা। এই নিয়ে মোট ১২ বার রোলাঁ গারোয় বিজয় পতাকা ওড়ালেন তিনি।

অন্যদিকে থিয়েম টানা দ্বিতীয়বার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে নাদালের ছয়ের পাতায়

বিএনপি'তে রাজনৈতিক সৌজন্যবোধের অভাব রয়েছে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

ঢাকা,জুন ১০।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বিএনপি নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধের অভাব রয়েছে অভিযোগ করে তাদের রাজনৈতিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার পদক্ষেপ নিতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বক্তব্য সম্পর্কে বিএনপি মহাসচিব আলমগীরের মন্তব্যের উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অভাব রয়েছে।

বিএনপি'র পলাতক চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাজনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত বলে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুলের অভিযোগের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুতে সহানুভূতি জানাতে বেগম জিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন, অথচ কেউ তাকে বাড়ির গেট খুলে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, তারেক রহমানকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। আদালতের রায় কার্যকর করতে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির কাছ থেকে আমাদের সৌজন্যবোধ শিক্ষা নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বিএনপি'র নেতাদের সৌজন্যবোধ শিক্ষা দিতে মির্জা ফখরুলের প্রতি আহবান জানান।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেন, এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিনারে আমন্ত্রণ জানাতে বিএনপি প্রধান বেগম জিয়াকে ফোন করেছিলেন। দেশের জনগণ সে সময়ে বেগম জিয়ার ভাষা শুনেছেন।

তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে একদিন সাজা ভোগ করতেই হবে। একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সাজা কার্যকর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে কথাই গতকাল সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, তারেককে একদিন আদালতের রায় অনুযায়ী সাজা ভোগ করতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এখন একটি উপহাসের ঐক্যের নাম ও আদর্শে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যেই অনেক দল এই জোট ছেড়ে চলে গেছে।

তিনি বিএনপি এমপি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, তিনি সংসদকে অবৈধ বলেছেন, ফলে সংসদের একজন সদস্য হিসেবে তিনিও অবৈধ।

মন্ত্রী পরে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাংবাদিকসহ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি তাঁর দফতরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

স্বস্তি পেলেন রাজীব সাক্সেনা, ২৫ জুন-২৪ জুলাই পর্যন্ত বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন অগাস্ট ওয়েস্টল্যান্ড চুক্তি অর্থ তছরুপ মামলার অভিযুক্ত তথা রাজসাক্ষী রাজীব সাক্সেনাউ চিকিতা সংক্রান্ত কারণে রাজীব সাক্সেনাকে এক মাসের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে দিল্লি হাইকোর্টউ জুন মাসের ২৫ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত চিকিতার জন্য ইংল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ইউরোপে যেতে পারবেন রাজীব সাক্সেনা। শারীরিক চিকিতার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজসাক্ষী রাজীব সাক্সেনাউ সোমবার রাজীব সাক্সেনাকে এক মাসের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে দিল্লি হাইকোর্টউ তবে, বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে দিল্লি হাইকোর্টউ যেমন-কোন হোটেলে তিনি থাকবেন, জুন মাসের ১৩ তারিখ থেকে চিকিতার সমস্ত সূচি সম্পর্কে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে জানাতে হবেউ এরপরই রাজীব সাক্সেনাকে জুন মাসের ২৫ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত চিকিতার জন্য ইংল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ইউরোপে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে প্রাধান্য পাবে রোহিঙ্গা ইস্যু ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা,জুন ১০।। আগামী মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকালে রোহিঙ্গা ইস্যু প্রাধান্য পাবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন।

সোমবার (১০ জুন) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, আগামী মাসে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে রোহিঙ্গা সংকট প্রাধান্য পাবে। আমরা প্রত্যাশা করছি এই পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ বাড়বে।

ড় মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে আমরা কাজ করছি। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এই সফর হবে বলে আমরা আশা করছি।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই মিয়ানমারের সঙ্গে এই সংকট দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধানের পরামর্শ দিয়ে আসছে চীন।

'মিয়ানমার কখনো বলেনি যে, তারা তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেবে না। তারা তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনার ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে একটি উপদেষ্টা জারি করেছিল, এরপরই সোমবার রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন। বৈঠকের আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এটি একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ, কারণ দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল ও বিরোধী দল বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি)-র মধ্যে, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, সন্দেশখালিতে ভোট-পরবর্তী হিংসায় তিন জনের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা ফেরাতে তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য প্রশাসনের তরফে কেন্দ্রের বার্তার জবাব দিলেন মুখ্যসচিব। তার পাশাপাশিই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বক্সী চিঠি দিয়ে অমিত শাহকে জানালেন, কেন্দ্রের পদক্ষেপ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেই তাঁরা মনে করছেন। অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মনে করছে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন ব্যর্থ হয়েছে। লোকসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরেও পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক হিংসার ঘটনা নিয়ে "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করেছে মোদী সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে রবিবার কড়া ভাষায় "অ্যাডভাইসরি" পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এরই মধ্যে এদিন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর বৈঠক এই কারণেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ছয়ের পাতায়

এসসিও সামিটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠক হবে পুতিন ও জিংপিংয়েব

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশনীতি জোরদার করতে সবরকমের চেষ্টা জারি রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দেশে ঘুরে এসেছেন তিনি। এবার সাংহাই কো-অপারেশন সামিটে গিয়ে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কথা হতে পারে বলে সোমবারই বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের সেক্রেটারি গীতেশ শর্মা জানিয়েছেন, মোদীর সঙ্গে বৈঠক হবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমি পুতিনের। চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিংপিংয়ের বৈঠক হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে বৈঠকের কোনও সম্ভাবনা নেই। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবিশ কুমার জানিয়েছেন, ইমরান খানের সঙ্গে মোদীর বৈঠকের কোনও সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই।

কিরঘিজিস্তানে রয়েছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন ভুক্ত দেশগুলের সম্মেলন। সেখানে অংশ নেবে ভারত। যোগ দেবে পাকিস্তানও। মনে করা হচ্ছিল এই সম্মেলনের এক ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে দুই প্রতিবেশী দেশের। কিন্তু নয়াদিল্লির তরফে আগেই নাকচ করে দেওয়া হয় সেই প্রস্তাব। যদিও তারপরও হাল ছাড়েনি ইসলামাবাদ। অনেকটা আগ বাড়িয়েই আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইমরান খানও চিঠিতে আলোচনার মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যা মেটেনোর কথা বলেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত-পাক একযোগে কাজ করা উচিত বলেও মনে করেন ইমরান। তাই আলোচনার এই প্রস্তাব।

ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দেশে ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করছে চিন। আর চিনের সেই বাড়বাড়ন্ত ঠেকানোই ছিল মোদীর এই বিদেশ সফরের মূল লক্ষ্য। শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ- দুই দেশেই সাম্প্রতিককালে বিশেষ ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছে চিন। যা ভারত সরকারকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। একাধিক প্রজেক্ট তৈরি করছিল চিন। এইসব দেশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংযোগ বাড়ানোর চেষ্টাও চলছিল। তাই এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মোদী সরকার। ভারতের "নেইবারউড ফার্স" বা 'প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার' নামে নয়া নীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ সংযোগ তৈরির চেষ্টা করবে নয়াদিল্লি। যদিই পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির আশা ক্ষীণ।

সীমান্ত এলাকায় একটি বাড়ি থেকে ৫৩টি তাজা ককটেল উদ্ধার

ঢাকা, ১০ জুন (হি.স.) : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে ৫৩টি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত রবিবার রাতে উপজেলার চরাঞ্চল খ্যাত জহুরপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এই ঘটনায় বিজিবি সদস্যরা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেননি। সীমান্ত এলাকায় কী কারণে এই ককটেলগুলো মজুদ রাখা হয়, তা এখনও জানা যায়নি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাজ্জাদ সারোয়ার জানান, জহুরপুর সীমান্ত ফাঁড়ির অগ্রবর্তী বিজিবি জওয়ানরা রবিবার রাত নয়টার দিকে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১৬/৩ এস এলাকায় এক কিলোমিটার অভ্যন্তরে অভিযান চালায়। এই সময় সীমান্তের ঝাউনিয়া গ্রামের এন্তাজ আলীর ছেলে জহিরুল ইসলামের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৩টি তাজা ককটেল বোমা পাওয়া যায়।

তিনি জানান, বোমাগুলো হলুদ, কালো ও লাল স্কচটেপে মোড়ানো ছিল। অভিযানের সময় বাড়িকে কেউ না থাকায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। উদ্ধার ককটেলগুলো জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় বাড়ির মালিকসহ দুইজনকে আসামি করে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

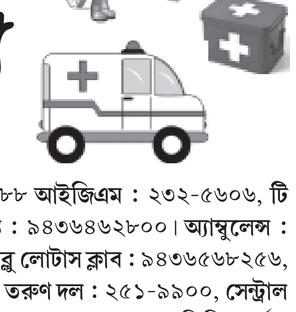

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন সিধু

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : পঞ্জাব দুই কংগ্রেস নেতা সিধু ও অমরিন্দর সিংয়ের সংঘাতে জেরবার দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মন্ত্রিসভার বৈঠক বয়কট করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করেছেন সিধু। এবার মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে 'নালিশ' ঠুকতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার তথা কংগ্রেস নেতা নভজোত সিং সিধু। সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বাসভবনে গিয়ে একটি চিঠি হাতে তুলে দেন সিধু। পরে ট্যুইটে সিধু লেখেন, "কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে একটি চিঠি দিয়েছি। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে এসেছি।" রাহুলকে দেওয়া সিধুর চিঠি নিয়ে শুরু হয়েছে কৌতুহল।

সিধুর সঙ্গে অমরিন্দরের সম্পর্ক কোনওদিনই মধুর ছিল না। দু'জনের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ যেন লেগেই থাকত। লোকসভা ভোটের সময় থেকে তা আরও বেড়ে যায়। ১৯এর নির্বাচনে স্ত্রী'র টিকিট না মেলার জন্য পক্ষান্তরে অমরিন্দরকে দায়ী করে সিধু। এরপর লোকসভা ভোটে গোটা দেশে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। একমাত্র পঞ্জাব ও কেরলই কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করে।

জালে

● **প্রথম পাতার পর**

কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে তারা আগরতলায় আসলে পূর্ব থানার পুলিশ করিমগঞ্জ থানার পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশনের লিটন মোদকের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে যথারীতি নেশা পাচারকারী লিটন মোদককে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তাকে রাতেই করিমগঞ্জ থানার পুলিশ করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে আদালতে তোলা হবে।

গত ছয়মাস ধরে লিটন মোদক নামে ওই নেশা পাচারকারী পলাতক ছিল বলে পূর্ব থানার ওসি মানিক দেবনাথ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ছাত্র প্রলয় দে'র উচ্চশিক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করবে। বর্তমানে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে দিব্যাঙ্গ হিসেবে প্রলয় যে মাসিক ভাতা পাচ্ছে তার পাশাপাশি পড়াশুনার জন্য আর কী কী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, প্রলয় দে'র জন্ম থেকেই দু'হাত অকেজো।

আজ প্রলয় জানিয়েছে, পা দিয়ে লিখতে তার কোনও অসুবিধা হয় না। বরং মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য বরাদ্দ তিন ঘণ্টার আগেই তার উত্তর দেওয়া শেষ হয়ে যেত। প্রলয় আরও জানিয়েছে, এই কৃতিত্বের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান তার বাবা ও মায়ের। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার বদলে কলা বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে চাইছে প্রলয়।

যুব কংগ্রেসের

● **প্রথম পাতার পর**

পর বিজেপি'র নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণ আশা করেছিলেন সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু বাম আমলের ভূত এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিরোধীদের। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সন্ত্রাস বন্ধের জন্য মুখে মুখে পুলিশকে নির্দেশ দিলেও তা কার্যকরী করার তেমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তিনি সোমবার প্রদেশ যুব কংগ্রেস আয়োজিত দু'দিনব্যাপী গণ-অবস্থানের শেষদিনে গণ-অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিজেপিকে বিকল্প শক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর জনগণের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বিশেষ করে বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি, বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, কংগ্রেস অফিস ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এর বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিন্‌হা।

রাজ্যে অবিলম্বে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে গণ-অবস্থান মঞ্চ থেকে জোড়ালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় যুব কংগ্রেস রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও জানানো হয়।

দেবযানী মুখার্জি

আটের পাতার পর

তিনি দুবরাজপুর আদালতে আসেন।

নমিতা বিশ্বাসের মামলার ভিত্তিতে মামলার তদন্তকারী অফিসার দেবযানী মুখার্জীর বিরুদ্ধে ৪২০, ৪১৭, ৪০৬ আইপিসি এবং ৪ ও ৭ মানি সার্কুলেশন ও মানি চিট ১৯৭৮ অনুযায়ী চার্জশিট জমা দেয়। যদিও দুবরাজপুর আদালত আজ দেবযানী মুখার্জিকে ২০০০ বেল বন্ডের বিনিময়ে বেল দেয় এবং আগামী ১৬ অক্টোবর পুনরায় আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

আবেদন চিনের

আটের পাতার পর

এই ইস্যুতে যেন পাকিস্তানকে আক্রমণ না করা হয় বলে আবেদন জানিয়েছে চিন।

বেজিংয়ের দাবি এসসিও সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানকে আক্রমণ করার সঠিক জায়গা নয়। চিনের উপবিদেশমন্ত্রী ঝাং হানহুই সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এই সম্মেলন মূলত আন্তর্জাতিক স্তরে দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজিত। কোনও নির্দিষ্ট দেশকে কোণঠাসা করা এই মঞ্চের লক্ষ্য নয়। তাই সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানকে এই মঞ্চে একঘরে করার সিদ্ধান্ত অন্যায় ও অনৈতিক। উল্লেখ্য, এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বৈঠকে বসতে পারেন ভারত এবং চিনের রাষ্ট্রপ্রধানরা। জুলাইতে সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের অনুষ্ঠান রয়েছে। আর সেই অনুষ্ঠানের মাঝেই বৈঠকে বসতে পারেন তাঁরা বলে সূত্রের খবর। সীমান্ত সমস্যা সহ একাধিক বিষয়ে চিনের সঙ্গে সমস্যা রয়েছে ভারতের। এই অবস্থায় ভারত এবং চিনের মধ্যে বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

পাচের পাতার পর

এদিন নয়াদিল্লি পৌঁছে কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন, 'আমি ৯-১০ জুন বা ১৪-১৫ জুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম কারণ তাঁর শপথের দিনে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে পারিনি। এটি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত এই বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ছিল সৌজন্যমূলক। আমি শুধু রাজ্যের সাধারণ পরিস্থিতির কথা জানিয়েছি তাঁদের।'

রাফায়েল নাদাল

পাচের পাতার পর

কাছে পরাস্ত হলেন। রোলাঁ গারোয় চার বারের মুখোমুখি সাক্ষাতে এই প্রথমবার একটি সেট ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন অস্ট্রিয়ান তারকা।

মুখ্যমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

ইন্সপেক্টররা দায়িত্ব পালন করছেন না। অনেকে ভাল কাজ করছেন। তবে তিন-চারটে জেলায় এই সমস্যাটা হচ্ছে। কারা এসব করছে তা আমরা খোঁজ করছি। কারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না, কারা গুন্ডামিকে মদত করছে, এর পিছনে কী খেলা আছে সেটাও আমরা লক্ষ্য রাখছি। এটাকেও আমরা কড়া হাতে মোকাবিলা করব"ঊতবে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে এদিন সরাসরি কোনওরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চাননি তিনি।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

করে। প্রধানমন্ত্রীকেও টোল দিয়ে এই সেতু অতিক্রম করতে হয়। তবে ভবিষ্যতে এই সেতু দিয়ে চলাচল করা অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশের গাড়ি টোল ফ্রি করা যায় কি-না সে বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে। আগামী এক মাসের মধ্যে রাইড শেয়ারিং নীতিমালা অনুমোদন করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের কাছে সরকার জিম্মি নয়। তাদের আন্দোলনের কারণেই সড়ক পরিবহন আইনটি কার্যকর করা যায়নি। আন্দোলনের সময় তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আলোচনা করে এই আইনটি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা করা যায়নি।

রাজ্যের নতুন

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার। তখন থেকেই মনে করা হচ্ছিল, হয়তো মনোজ কুমার ত্রিপুরার নতুন মুখ্যসচিব হতে চলেছেন।

কিন্তু, সিনিয়রটিতে ইউ ভেঙ্কেটেশ্বরলু মনোজ কুমারের থেকে এগিয়ে রয়েছে। তিনি ১৯৮৬ ব্যাচ-এর আইএএস। অবশেষে, ত্রিপুরা সরকার ইউ ভেঙ্কেটশ্বরলুকে মুখ্যসচিব হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাঁকে সাধারণ প্রশাসনের গোপনীয়তা এবং মন্ত্রিসভা সংক্রান্ত এবং পরিসংখ্যান-সহ পরিকল্পনা দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সমস্ত রদবদল এখন থেকে মুখ্যসচিবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।

চুরি যাওয়া

● **প্রথম পাতার পর**

চুরি করে আসামে পাচার করার উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরা আসাম সীমান্ত এলাকায় রাখা হয়েছিল।এদিকে উল্লেখযোগ্য যে, গোটা উত্তর জেলায় বাইক চুরির হিড়িক। প্রতিদিন কারো না কারোর বাইক চুরি করে নিয়ে যেতো চোরের দল। একপ্রকার পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই চোরের দল এই চুরি কান্ড সংঘটিত করে আসছিল। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন চোরের টিকির নাগাল পায়নি এতদিন। গত ২রা জানুয়ারি কদমতলা থানার কাছে লিখিত একটি বাইক চুরির অভিযোগ আসে।কদমতলা থানার পুলিশ ২৮/৩৭৯ ধারায় একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নামে। তারপর কদমতলা থানার পুলিশ সন্দেহভাজন চুরাইবারি মিলন দেব নামের এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পারে বাইক চুরি চক্রের সাথে রাজ্যের ও বহি রাজ্য অসমের অনেক যুবক জড়িত রয়েছে। তারপর আটক করা হয় কদমতলার প্রসেনজিৎ পাল নামের এক যুবককে। তাদের কাছ থেকে আটক করা হয় নাম্বার বিহীন সুপার স্ফেন্ডার দুইটি বাইক। তারপর ঐ দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পারে ধর্মনগর শহর থেকে কিছু বাইক চুরি হয়েছিল। এমনকি ধর্মনগর থানায় ৫৫/৩৭৯ ধারায় একটি মামলা রুজু করা রয়েছে।আর সেই চুরি চক্রের সাথে জড়িত রাজ্যের চুরাইবারি ও বহি রাজ্য অসমের কাঠালতলির কিছু যুবক। তারপর ধর্মনগর থানার পুলিশ চুরাইবারি থেকে হাসান আলি নামের এক যুবক ও অসমের কাঠালতলী থেকে পারুল হোসেন নামের এক যুবককে আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে যায়।এমনকি পারুলের বাড়ি থেকে একটি সুপার স্ফেন্ডার ও একটি গ্ল্যামার বাইক উদ্ধার করে ধর্মনগর থানার পুলিশ। অপরদিকে কদমতলা থানার পুলিশ সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের দ্বিগবিজয় নাথ নামের এক কুখ্যাত বাইক চোরকে আটক করতে সক্ষম হওয়ার পর গতকাল গভীর রাতে আরও দুটি চুরি হওয়া বাইক উদ্ধার করলো কদমতলা থানার পুলিশ। এক কথায় গোটা উত্তর জেলা জুড়ে এই বাইক চুরি চক্রের বিশাল একটি চক্র রয়েছে যা বহিঃ রাজ্য আসামের সাথে যুক্ত রয়েছ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে থেকে বাইক চুরি করে আসামে পাচার হয়ে আসছিল।ইদানিংকালে কদমতলা থানার পুলিশ বাইক চুরির তদন্তে নেমে চুরি হওয়া ৪টি বাইক সহ তিন কুখ্যাত বাইক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।পাশাপাশি ধৃত চোরদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো অনেক নাম উঠে এসেছে যা তদন্তের স্বার্থে পুলিশ মুখ খুলেনি।তবে এটা প্রশংসনীয় যে, কদমতলা থানার পুলিশ বাইক চুরির তদন্তে নেমে উত্তর জেলার বাইক চুরি চক্রের সাথে জড়িত কিছু যুবক ও অসমের কাঠালতলীর কুখ্যাত বাইক চুরি চক্রের সাথে জড়িত এক যুবককে আটক করেছে এবং বেশ কয়েকটি বাইকও উদ্ধার করেছে। কিন্তু পুলিশ এই বাইক চুরি চক্রের মূল পান্ডাদের শনাক্ত করে পাকড়াও করতে কতটুকু সক্ষম হয়, নাকি আদাজল খেয়ে মাঝ পথেই তদন্ত শেষ হয় পরে সেটাই এখন দেখার বিষয়?

রক্তাক্ত

● **প্রথম পাতার পর**

জেলায় কিছু ওসি আর কিছু সাব ইনস্পেক্টর স্তরের পুলিশ রাজনৈতিক গুন্ডামিতে মদত দিচ্ছেন। আমরা পুরোটা দেখছি কোথায় কী হচ্ছে।

এর আগে নবান্নর সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরই মন্ত্রিসভার তিন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ফিরহাদ হাকিম, এবং শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন পুলিশের একাংশ তাদের কথা শুনছেন না। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ ব্যালেন্স করে চলছে। ডিজি বীরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি বড় ভদ্রলোক, এখানে ভদ্রলোক হলে চলবে না। ওই সব পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি দেখুন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই সময় বলেন, অজানা নম্বর থেকে ফোন করে তৃণমূলের মন্ত্রী নেতাদের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছে। আমরা কাজ করতে পারছি না। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিজিকে নির্দেশ দেন, যারা ফোন করছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। ওই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেক ফেসবুক প্রফাইলের অভিযোগ ওঠে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ওই প্রফাইল থেকে তৃণমূল সম্পর্কে কুৎসা রটাচ্ছে। মমতা তখন ডিজিকে সমস্ত অভিযোগ নোট করতে বলেন। বলেন, ওই প্রফাইলের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম অক্টে ব্যবস্থা নিতে হবে।

নিমতায় তৃণমূল নেতা নির্মল কুন্ডু খুনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র এবং কয়েক জন সিআইডি কর্তা সহ বিশাল টিম। কিন্তু সন্দেশখালির ঘটনার পরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যখন বিস্তর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী করলেন পুলিশের একাংশকেই। এদিনের বৈঠকে তিনি বলেন, সন্দেশখালিতে পুলিশ নিস্ক্রিয় ছিল। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেয় নি। উল্টে পুলিশ ওই এলাকায় গুন্ডামিতে মদত দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওই পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেন।

খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পর্যবেক্ষকদের মতে, পুলিশের একাংশই যদি গুণ্ডামিতে মদত দেয়, তা হলে তার থেকে উদ্বেগজনক কিছু হতে পারে না। সেখানকার মানুষ কতটা অরক্ষিত এবং নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে তা বোধগম্য। আবার অনেকের মতে, ইদানীং নবান্নের বক্তব্যেই কিছু ব্যাপারে স্ববিরোধ ধরা পড়তে শুরু করেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অ্যাডভাইজারি নোট পাঠিয়েছে নবান্নে। কিন্তু কেন্দ্রের ওই চিঠিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে নবান্ন ও তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এ দিন 'পুলিশের একাংশের মদতে' গুণ্ডামি চলছে বলে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে কার্যত মেনে নেওয়া হয়েছে যে বিক্ষিপ্ত ভাবে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হচ্ছে।

তবে বিজেপির নেতৃত্বের বক্তব্য, অঙ্কটা খুবই সহজ। বাংলায় পুলিশ দিয়েই দল চালায় তৃণমূল। বহু জেলায় পুলিশ সুপাররাই তৃণমূলের জেলা সভাপতির মতো কাজ করেন, আবার কোথাও কোথাও ওসিরা যেন শাসক দলের ব্লক সভাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ। পুলিশের এই অফিসাররাই এখন দেখছেন হাওয়া খারাপ। বিজেপি বাংলায় ১৮ টি আসন পেয়েছে। ফলে অনেকে আর শাসক দলের কথা শুনতে চলতে চাইছেন না। আর সেটাই বুঝতে পেরে আজ তৃণমূলের তিন মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার দফায় দফায় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। ন্যাজাটে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে প্রাণ যায় চারজনের। যার মধ্যে একজন তৃণমূলের কর্মী এবং অপর তিনজন বিজেপির কর্মী বলে জানা গিয়েছে। ন্যাজাটে পতাকা খোলাকে কেন্দ্র করে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। তা বাড়তে বাড়তে গুলি চালানোর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায় ন্যাজাটে।

হাইলাকান্দিতে হিংসাত্মক ঘটনা : গণ-শুনানি নিলেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব

হাইলাকান্দি (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত দশ মে হাইলাকান্দিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনার শুনানি নিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীবকুমার বরা।। সোমবার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীব বরা ও বরাকভ্যালি কমিশনার আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরী হাইলাকান্দির সার্কিট হাউসে অবস্থান করে জেলার বিভিন্ন দল, সংস্থা সংগঠন-সহ নাগরিকদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন।

এদিন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হাইলাকান্দির আবর্ত ভবনে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়। এতে পার্সোনাল বিভাগের যুগ্মসচিব একরামুল হুসেনও উপস্থিত ছিলেন। সকালে প্রথমে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হাইলাকান্দি শহরের মাড়োয়াড়িপট্টি মসজিদ কমিটির সম্পাদক হুসেন আহমেদের বক্তব্য শুনেন তদন্তকারী রাজ্যের শীর্ষ অফিসার। তার পর হাইলাকান্দির ব্যবসায়ী সমিতি, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, উত্তরপূর্ব আহলে ছুন্নত ওয়াল জামাতের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ইউডিএসএফ, ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন কমিটি, হাইলাকান্দি জেলা এমারতে শরিয়হ নদুয়াতুত তামিরের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি, বিওয়াইএসএফ, হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস এবং হাইলাকান্দি বিধানসভা ভিত্তিক যুব-কংগ্রেস কমিটি, এআইইউডিএফ, ভারতীয় জনতা পার্টি, জাগরণী দুর্গাপূজা কমিটি-সহ বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরেন।

সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন নাগরিক রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কাছে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এছাড়াও সেদিনের ঘটনায় আহত কয়েকজনের বক্তব্যও শুনেছেন রাজীবকুমার বরা।

এদিন সাক্ষ্য দিতে আগত বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করে সেদিনের ঘটনার জন্য পুলিশ বিভাগকে দায়ী করেন। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পক্ষে সরিফ উদ্দিন মাঝারভুইয়াঁ ও জহির উদ্দিন লস্কর ঘটনার জন্য পুলিশের ব্যার্থতাকে দায়ী করে তাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

হাইলাকান্দি জেলা বিজেপির সভাপতি সুব্রত নাথ এবং বিজেপি-র হাইলাকান্দি শহর মণ্ডলের সভাপতি মানব চক্রবর্তীর মতেও সেদিন পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ নিলে এ-ধরনের ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হত না। হাইলাকান্দি জেলা এআইইউডিএফ সভাপতি আফজল হুসেন লস্কর সেদিনের ঘটনার জন্য জেলা প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রশাসন আগে পদক্ষেপ নিলে সেদিনের ঘটনা এড়ানো যেত বলে তিনি মন্তব্য করেন। অন্যদিকে, হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি জয়নাল উদ্দিন লস্কর এবং সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর সেদিনের ঘটনার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, পুলিশ সময়মতো ব্যবস্থা নিলে সেদিন হাইলাকান্দি শহরে এ-ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটত না। তাছাড়া পুলিশের গুলি চালানা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন কংগ্রেস নেতারা।

প্রসঙ্গত, গত ১০ মে-র সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু-সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। পাশাপাশি ঘটনার সময় দুষ্কৃতীরা বেশকিছু দোকানঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি লুটপাট চালিয়েছিল। এদিন সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই তাঁদের মতামত রাজীব বরাকে জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন বিধায়ক সেলিম উদ্দিন বড়ভুইয়া, জেলা পরিষদের সদস্য শহিদুল আলম প্রমুখ। এদিকে এদিন রাত পর্যন্ত শুনানি গ্রহণের কাজ অব্যাহত ছিল।

আরএসএস কর্মীদের থেকে জনসংযোগ শেখা উচিত, এনসিপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা শরদ পাওয়ারের

পুনে, ১০ জুন (হি.স.) : ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি প্রধান শরদ পাওয়ারের মুখে আচমকাই উঠে এসেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক(আরএসএস)-র জয়গান। সোমবার এনসিপি প্রধান পাওয়ার বলেন, আরএসএসের থেকে শেখা উচিত তাঁর দলের কর্মীদের। কীভাবে তারা মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করে। কীভাবে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে হয়। নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে যদি আমাদের দলের কর্মীরা দেখে কোনও বাড়ির দরজা বন্ধ, তাহলে তারা সেই বন্ধ দরজার সামনে দলের প্রচারপত্র ছড়িয়ে চলে আসে। কিন্তু সেই জায়গায় যদি আরএসএসের কর্মীরা থাকতেন, তাঁরা প্রতিটি বাড়ির দরজা খুলে মানুষের সাথে কথা বলতেন।

পাওয়ার বলেন, যদি একজন আরএসএস কর্মীকে ৫টি বাড়ির দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেই কর্মী প্রতিদিন বাড়িগুলিতে যাবে ও সদস্যদের সাথে কথা বলবে। কোনও বাড়ি বন্ধ থাকলে, বিকেলে গিয়ে সেই বাড়ির সদস্যদের সাথে আলাপ করে আসবে। এই ধরণের মনোভাব এনসিপির কর্মীদের নেই। এই মনোভাবই শেখা উচিত আমাদের।

তিনি এদিন আরও বলেন, এনসিপির সঙ্গে আদর্শগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে আরএসএসের। তা সত্ত্বেও দলের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য, নিষ্ঠা যে কোনও দলের কর্মীদের শেখা উচিত। বিশেষত এনসিপির কর্মীদের। তবে এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি পাওয়ার। পুনেতে এক কর্মিসভায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে ছিলেন এনসিপি সুপ্রিমো। রাজনৈতিক মহলের মতে, নাতিকে জায়গা করে দিতে নির্বাচনের ময়দান থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৯ সাল অবধি লোকসভার সাংসদ ছিলেন। ইউপিএ আমলে শরদ পাওয়ারকে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ।

বর্জ্য সংগ্রহে

● **প্রথম পাতার পর**

নির্দেশ মোতাবেক এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

গত সাত জুন একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ভিডিও কনফারেন্সে প্রতি জেলার জেলাশাসক, সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, আগরতলা পুর নিগম, রাজ্যের ২৪টি মডেল গ্রামের বিডিও, বিভিন্ন নগর ও পুর সংস্থার সিইও/ইও উপস্থিত ছিলেন।

এই বিডিও কনফারেন্সে প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সি শ্রীনিবাসন। তিনি সলিড এন্ড লিকুয়িড ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট এক্সপার্ট এবং প্রোয়েক্ট ডিরেক্টর এন্ড কনসালটেন্ট অফ ইন্ডিয়া গ্রীন সার্ভিস ভেলুর, তামিলনাড়ু। এই কর্মশালায় শ্রীনিবাসন সলিড ও লুকিইড ওয়েস্ট মেনেজম্যান্ট প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের যেসমস্ত রাজ্যে সাফল্য এসেছে সেগুলি তুলে ধরেন।

শ্রীনিবাসন জানিয়েছেন, প্রতিটি বাড়িতে বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য স্বসহায়ক দলের মহিলাদের নিযুক্ত করা যেতে পারে। তারা বারো ঘন্টা একাজ করবেন। সংগৃহীত বর্জ্যকে ব্যবহার করে আর্থিক দিক থেকেও কিছুটা আয় হতে পারে। এই প্রকল্প অনুযায়ী আর কোন প্রয়োজন নেই রাস্তার পাশের ডাস্টবিনের। তাছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোন দামি যন্ত্রপাতি কিংবা সামগ্রীর প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র প্রতিটি বাড়িতে দুটি বিন দেওয়া হবে বিশেষ রঙের। একটি হবে সবুজ রঙের যেটি হবে পচনশীল এবং আরেকটি হবে লাল রঙের সেটি হবে অপচনশীল বর্জ্যের জন্য। দিনে দুইবার করে কর্মীরা ওই বাড়িতে যাবেন এবং ওই বিশেষ রঙের বিন থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন।

এদিকে, ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইবুনাল গত চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারী সমস্ত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০১৯ মেনে চলার জন্য ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার জন্য। এজন্য স্বসহায়ক দলের কর্মীদের নিযুক্ত করার কথাও বলেছে। তাতে করে হাজারো স্বসহায়ক দলের মহিলারা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বি হতে পারবে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন যুবরাজ সিং। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ফেরা যে খুবই কঠিন, তা ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল। শেষ একদিনের ম্যাচ খেলেছেন গত জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ২০১২ সালে শেষবার দেশের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন যুবরাজ। ২০১৯ আইপিএল-এও প্রায় অবিক্রিত ছিলেন যুবি। তবে শেষ মুহূর্তে স্টাইলিশ বাঁ-হাতি”কে কিনেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যদিও মাত্র ৪টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পান যুবরাজ। সূত্রের খবর, বিশ্বের বিভিন্ন টি-২০ লিগে খেলার অপেক্ষায় রয়েছেন যুবরাজ। তাঁর কাছে আসা প্রস্তাব নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন ক্রিকেটার। কানাডা, আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের থেকে টি-২০ র প্রস্তাব এসেছে যুবরাজের কাছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনও দেশের টি-২০তে অংশ নিতে পারেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি বোর্ডের সঙ্গে চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট লিগে সই করেছেন ইরফান পাঠান, যিনি এখনও এ দেশে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেন। এই বিতর্কে ইতিমধ্যেই পাঠানকে নোটিশ পাঠিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

মারকাটারি ব্যাটিং, দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের পাশাপাশি স্পিন বোলিংয়েও দেশের হয়ে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন যুবরাজ। ২০১১-র একদিনের বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য যুবরাজ ওই টুর্নামেন্টে ৩৬২ রান ও ১৫ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন। একইভাবে ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপ জেতা ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন যুবি। ওই টুর্নামেন্টেও ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে ৮ হাজারের বেশি রান করা যুবরাজ ১৪টি শতরান ও ৫২টি অর্ধশতরান করেছেন। পদ্মশ্রী ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রিকেটার ২০১১ সালে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে মারণরোগের সঙ্গে লড়াই করে ফের ২২ গজে ফিরে আসেন যুবরাজ সিং।

SHORT TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites rate percentage tenders in sealed covers from the bonafied resourceful and experienced PWD enlisted contractors for the mentioned below construction/repair works.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Allowed
1.	Temporary const. of 01 no security guard room size 30' X 15' GCL sheet walling and roofing with 4' verandha in the residence of Hon'ble Speaker of Tripura Legislative Assembly at Vidyasagar Colony, Pratapgarh, Agartala.	Rs/ 2.92.314/-	Rs/ 5,500/-	30 day

The tenders/quotations will be received in the office undersigned from 1100 hrs to 1530 hrs on or before 20-06-2019. The tenders/quotation will be opened on the same day at 1600 hrs in the presence of representative of the tenderer willing to be present at that time, if possible.

Details of the estimates and specifications of the work and terms and conditions regarding tender are available in the office of the under signed for inspection on any working day during the office times.

Details tenders/ quotations may also be seen at the following websites.

S/d- Illgible
Superintendent of Police (West)
Tripura, Agartala.

ICA-C/224/19-20

F.216)/BDO/TLM/Accts/2016-17/ 3210-24 Dated 07/06/2019

SNIT (Corrigendum)

In partial modification to the Short Notice inviting Tender (SNIT) vide No.F.216)/BDO/TLM/Accts/2016-17/3006-10 dated 03/06/2019 of this Office, the detailed specification of the photocopier machine shall be read as follows in place of the specification mentioned in the said SNIT dated 03/06/2019 and the last date of submission of sealed tender shall be extended upto 14/06/2019 till 3:00 PM in place of 10/06/2019; except Government holidays. The tender box shall be opened on 14/06/2019 at 4:00 PM in place of 10/06/2019

Sl	Name of articles	Manufactu	Model No.	Rate in Rs. Per Unit
1.	Photo copier Machine (New)	RICOH /CANON	MP2014 (RICOH) /ir2520w (CANON)	
2.	Less (Exhange of Photocopier Machine in out of order condition)	RICOH AFICIO MO 2000L2	RICOH AFICO ME 2000LS	

Other terms & conditions of the said. SNIT shall remain unchanged.

S/d- Illgible
Block Development Officer
Teliamura RD Block
Khowai District, Tripura

ICA-C/210/19-20

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে রোহিত-ধাওয়ানের ওপেনিং জুটির রেকর্ড

লন্ডন, ১০ জুন (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানের ওপেনিং জুটি এক নতুন রেকর্ড গড়ল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে সব থেকে সফল ব্যাটিং জুটি এখন রোহিত-ধাওয়ানই। তাঁরা টপকে যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ ও ডেসমন্ড হেইনস জুটিকে। ওভালের শতরানের পার্টনারশিপের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জুটিতে রোহিত-ধাওয়ানের সংগ্রহ ১২৭৩ রান। অজিদের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে এত রান করতে পারেনি আর কোনও ব্যাটিং জুটিই। এতদিন এই রেকর্ড ছিল গ্রিনিজ-হেইনসের নামে। তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৫২ রান করেছিলেন। ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানদ্বয় এক সঙ্গে ২৯টি ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এমন কৃতিত্ব অর্জন করেন। রোহিত-ধাওয়ান জুটি সেখানে ২২টি ইনিংসেই টপকে যান ক্যারিবিয়ান জুটিকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এটি রোহিত-ধাওয়ানের ষষ্ঠ শতরানের পার্টনারশিপ। এটিও একটি রেকর্ড। অজিদের বিরুদ্ধে এতগুলি শতরানের পার্টনারশিপ আর কোনও জুটির নেই। সব মিলিয়ে রোহিত-ধাওয়ানের ওপেনিং জুটির এটি ১৬তম শতারানের পার্টনারশিপ। সচিন সৌরভের পর এই নিরিখে তাঁরা যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। সচিন ও সৌরভ একসঙ্গে ওপেন করতে নেমে মোট ২১টি শতারানের পার্টনারশিপ গড়েছেন। ম্যাথিউ হেডেন ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টও ওপেনিং জুটিতে ১৬বার একশোর বেশি রান তুলেছেন।

শুধু ওপেনিং জুটি হিসাবেই নয়, যে কোনও উইকেটের জুটিতে শতরান যোগ করার নিরিখে রোহিত-ধাওয়ান যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে উঠে আসেন। সচিন-সৌরভের ২১টি এবং দিলশান-সাঙ্গাকারার ২০টি সেঞ্চুরির পার্টনারশিপ রয়েছে। হেডেন-গিলক্রিস্ট ও রোহিত-ধাওয়ানের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ১৬। রোহিত-ধাওয়ান যখনই দলকে একশো রানের গণ্ডি পার করিয়েছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারত ম্যাচ জিতেছে। ১৬ বারের মধ্যে মাত্র ২ বার হেরেছে ভারত।

উল্লেখ্য, কেনিংটন ওভালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৩৫২ রান তোলে ভারত। অর্থাৎ জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে ৩৫৩ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা রাখে তারা। শুধু ওভালেই নয়, জিততে হলে বিশ্বকাপের ইতিহাসেও রেকর্ড রান তাড়া করতে হত অস্ট্রেলিয়াকে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালালেও অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয়ে যায় ৩১৬ রানে।অজিদের ৩৬ রানে পরাজিত করে চলতি বিশ্বকাপে উপর্যুপরি দ্বিতীয় জয় তুলে নেয় কোহলি বিগ্রেড।

সন্ধ্যান চাই

Ref : R. K Pur Women PS Case No. 2019 WRP019
Dat : 04-05-2019 U/S 366/109/341 IPC

পলাতক আসামী মান্না খান ওরফে আবদুল মান্নান (২৩) পিতা আবজুল মিঞা সাং- পুর্ব গকুলপুর, থানা- আর কে পুর,জিলা - গোমতি ত্রিপুরা। তাহার নামে আর কে পুর মহিলা থানায় উক্ত মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।

উক্ত পলাতক আসামীটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেে।

(প্রয়োজনে তথ্য দাতার পরিচিতি গোপন রাখা হইবে)

যোগাযোগ নাম্বারঃ

১) এস পি (ডি আই বি) গোমতী ০৩৮১ ২২৩৫৫১ / ০৯৪০২১১৯১৩

২) ও সি আর কে পুর মহিলা থানা ঃ ৯৮৩৬৫৫৮৫৪৫

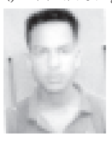

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

ICA/D/311/19-20

No. F.2(501)-AGMC/S&P/2019-20(Sub-I) date. 06/06/2019

Short Notice Inviting Quotation

The Medical Superintendent & Head of Office, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites **Short Notice Inviting Quotation** from resourceful Manufactures/Authorised dealers, **in the State of Tripura** for **General Articles use in Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala.**

Sl. No.	Name of items	Mfg. firm Name	Rate per no (including of taxes)
1.	bar code sticker paper rolls		
2.	Ribbon tape		

ICA/C-227/19-20

(Dr. Ranjit Kumar Das)
Medical Superintendent & Head of
Office AGMC & GBP Hospital, Agartala

GOVERNMENT OF TRIPURA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO : 05/NIT/EEPWD/AMP/2019-20 DATED 04-06-2019
Memo No. F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/1570-642
dated, 04-06-2019

Cost of tender form Rs. 2,500/-, last date and time for document downloading and bidding 01-07-2019 upto 05:00 hrs. Time and date for opening of bid : - 03-07-2019 at 16:00 hrs if possible.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	Imp. of road from Amarpur-Gandacherra road via Chandukcherra (L-3.50km) during the year 2015-16/SH:- Missing soling, WBM. Carpeting and sand seal coat (Job No. TP/COM/50/2016-17). (2nd Call)	Rs. 67,96,754.00	Rs. 67,968.00	6(Six) Months

Tender can also be seen in the website i) www.tripura.nic.in ii) www.tenders.gov.in iii) www.tsu.trp.nic.in/tenders

All other necessary information can be seen in the Division office in office hours.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

ICA/C-231/19-20

সন্ধ্যান চাই

Ref : Taidu PS GDE NO. 25
Dat : 01-06-2019 regarding missing person

পাশের ছবিটি নিখোঁজ হওয়া একটি মহিলার, যার নাম শিল্পী কাইপেং (২২) পিতা-শ্রী গয়া মুক্তা কাইপেং, সাং - ধনলেখা, থানা তৈদু, জিলা, গোমতী ত্রিপুরা। উক্ত মহিলা গত ইং ৩১-০৫-২০১৯ইং তারিখ সকালবেলা আনুমানিক সাতটার সময় সে তার নিজবাড়ি হইতে স্বইচ্ছায় চলিয়া যায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেতার বাড়ি ফিরে আসে নাই।

উক্ত নিখোঁজ মহিলার সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্মলিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগ নাম্বারঃ

১) এস পি (ডি আই বি) গোমতী ০৩৮১ ২২৩৫৫১ / ০৯৪০২১১৯১৩

২) ও সি তৈদুথানা ঃ ৭০০৫১২৩৭০

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

ICA/D/310/19-20

// AUCTION NOTICE //

In pursuance of Govt. of Tripura ,Home Deptt. Memo. No.F.41(1)- PD/2012/1167 dated 30.03.2019 and communicated vide PHQ, Tripura Memo No.6145(3)/F10(15)-PHQ/MT/2011(Part-I) dated 01.04.2019, sealed cover tenders are hereby invited for sale of the under mentioned condemned vehicle **“ AS IS WHERE IS’** condition :-

Sl. No.	Registration No	Type of vehicle
1	TR01-1148	TATA 1612 Heavy Truck

The intending buyers may collect tender form and terms 86 conditions from the office of the Commandant, 1st Battalion TSR, Veer Bandhu Gram, Gokulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura on any working day from 1000 hrs to 1400 hrs. up to 21.06.2019.

Last date for submission of tender is on 25.06.2019 up to 1400 hrs. and will be opened on same day at 1700 hrs. in presence of the tenderers/bidders who may like to remain present at the time of opening of sealed tenders by a board of Committee.

The intending buyers may inspect the condemned vehicle at this location from 11.06.2019 onwards.

(Bijoy Debbarma)
Commandant
1st Bn Tripura State Rifles,
Gokulnagar, Sepahijala, Tripura

ICA/C-219/19-20

NOTICE INVITING AUCTION

NIA No. F. 1-12(1)/E-Tender/SDFO/AMP/For-18/928 dated, 01/06/2019.

Name of work: Sale for 02 (two) nos Lots of round & sawn timber under Amarpur Range of Amarpur Forest Sub — Division, harvested seized during 2015 to 2019.

Tripura Forest Department (SDFO, Amarpur) invites a bidder from the licensed bidders dealer through the e-auction system. Government of India at haps://eauction.gov.in/ for sale of following round & sawn timber and the e-auction will be opened for the eligible Bidders/Firms/Agencies from 16/06/2019 11:00 AM to 17/06/2019 05:00 PM.

Commodity Details

Lot No	Description / Grade of the Commodity	Quantity (in Cubic metre	Tentative base Price (in Rs.)	Earnest Money (in Rs)	Auction Fee (in Rs)	Pick up / Lifting location address
1.	Sawn timber Seized during 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20	6.00	1,16400.00	5,000 (Five thousand only)	NIL	FPU, Amarpur
2.	Round Timber - Siezed during 2018-19 and 2019-20 (Teak, Acacia)	3.00	19450.00	2,000 (Two thousand only)	NIL	FPU, Amarpur

N. Jamatia, TFS
Sub-Divisional Forest Officer
Amarpur Forest Sub-Division
Gomati District. Tripura

ICA/C-229/19-20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

প্রয়াত প্রখ্যাত অভিনেতা গিরিশ কারনাড : শোকস্তব্ধ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালক গিরিশ কারনাডঊ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সোমবার সকালে বেঙ্গালুরুতে নিজের বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী কিংবদন্তী এই অভিনেতাঊ বিশিষ্ট অভিনেতা গিরিশ কারনাডের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছরঊ রেখে গেলেন স্ত্রী সরস্বতী এবং ছেলে রঘু কারনাডকেঊ গিরিশ কারনাডের পরিবার সূত্রের খবর, 'সোমবার সকাল আটটা নাগাদ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি....বেশ কিছু দিন ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ প্রাপ্ত গিরিশ কারনাড ১৯৩৮ সালের ১৯ মে ততালীন বম্বে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেনঊ চার ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন তিনিঊ প্রাথমিক পড়াশোনা কর্ণাটকেঊ অঙ্ক এবং সংখ্যাতত্ত্বে স্নাতক হওয়ার পর রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেন বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন গিরিশঊ তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ায় সোমবার সকাল আটটা মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুর লাভেলি রোডের বাড়িতে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নাট্য চর্চা ও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গিরিশ কারনাডঊ হিন্দি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ভাষায় অভিনয় করেছিলেন তিনিঊ ১৯৬০ সালে কন্নড় ভাষায় লেখক হিসেবে গিরিশ পরিচিতি পেতে শুরু করেনঊ পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন গিরিশঊ চারটি ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন গিরিশ কারনাডঊ ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সংস্কার' ছিল গিরিশের ডেবিউ ছবিঊ এছাড়াও 'নিশান্ত', 'মন্থন', 'স্বামী', 'পুকার' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনিঊ ১৯৮৬-'৮৭-তে জনপ্রিয় টিভি ধারাবাহিক 'মালগুড়ি ডেজ'-এ অভিনয় করেছিলেন গিরিশ কারনাড।

প্রখ্যাত অভিনেতা গিরিশ কারনাডের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'লেখক, অভিনেতা এবং ভারতীয় থিয়েটারের কিংবদন্তী গিরিশ কারনাডের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। ওঁনার চলে যাওয়া আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা' মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'সমস্ত মাধ্যমে বহুমুখী অভিনয়ের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন গিরিশ কারনাডঊ...তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধঊ আত্মার শান্তি কামনা করিঊ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও গিরিশ কারনাডের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বলিউড তারকারাঊ শোকের ছায়া শিল্পী মহলেঊ শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।ক

এতদিনে শান্তি পেলাম, কাঠুয়া রায়ে প্রতিক্রিয়া মেহবুবা মুফতির

শ্রীনগর, ১০ জুন (হি.স.) : কাঠুয়া কাণ্ডে পাঠানকোটের বিশেষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ঊ সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ায় আট বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ছ'জনের বিরুদ্ধে সোমবার সাজা ঘোষণা করার পর পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি টুইট করে বলেছেন, এতদিনে শান্তি পেলাম।

জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ায় আট বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ছ'জনের বিরুদ্ধে সোমবার সাজা ঘোষণা করে ঊ এরমধ্যে তিনজন দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং বাকি তিনজনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ আদালতঊ এই রায়ে খুশি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ঊ সোমবার রায় ঘোষণার পর পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি টুইট করে বলেন, এতদিনে শান্তি পেলাম। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই। দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের আই জি পি মুজতবা, এস এস পি জালা, অ্যাডিশনাল এসপি নাভিদ, ডেপুটি এসপি শ্বেতাম্বরী। তাঁরা অনেক বাধা সত্ত্বেও সত্যটা প্রকাশ্যে এনেছেন। সাধারণ মানুষও সেই শিশুর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। অপর একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, এই রায়কে স্বাগত জানাই। এখনই এই জঘন্য অপরাধ নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার। একটি আট বছরের শিশুকন্যাকে মাদক খাইয়ে অচেতন করে ফেলা হয়েছিল। তারপর তাকে ধর্ষণ করা হয়। শেষে পিটিয়ে মারা হয়। আশা করব আমাদের বিচার ব্যবস্থার ফাঁকগুলো ব্যবহার করে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাবে না। তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ জুন কাঠুয়া গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার শুনানি শেষ হয়। ১০ জুন রায়দানের কথা সেদিনই জানান পাঠানকোট জেলা দায়রা আদালতের বিচারক তেজেন্দ্র সিং। গত বছর ১০ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় আট বছরের নাবালিকা আসিফা বানুকে মন্দিরে আটকে রেখে তিন দিন ধরে গণধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ছিল সাঞ্জি রাম। এ ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ। তদন্ত শেষে শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই বিচারপ্রক্রিয়া কাঠুয়া থেকে পাঠানকোটে সরানো হয়েছিল।

সোমবার রাজধানীতে বামফ্রন্টের প্রতিবাদ সমাবেশে দলের কর্মকতারা। ছবি- নিজস্ব।

চোলাইয়ের অভিযানে গিয়ে প্রহৃত আবগারি ওসি সহ কর্মীরা, ভাঙা হল গাড়ি

গড়বেতা, ১০ জুন (হি.স.) : বেআইনী চোলাই তৈরি ও বিক্রির খবর পেয়ে অভিযানে গিয়েছিলেন আবগারি দফতরের আধিকারিকরা । অভিযান শেষে বের হওয়ার আগেই তাদের রাস্তা আটকে বেধড়ক মারধর করলেন স্থানীয় মহিলা বাহিনী । স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযানের সময় গ্রামবাসীদের বাড়িঘর ভেঙে তছনছ করেছে আবগারি পুলিশ কর্মীরা ।তাই হামলা হয়েছে । তবে আবগারির অভিযোগ উল্টো ।

সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার অন্তর্গত ঘাটমুড়া এলাকাতে । আবগারির কাছে খবর ছিল সেখানে রমরমিয়ে চোলাইয়ের কারবার শুরু হয়েছে । সেই মতো সোমবার অতর্কিত ভাবে হানা দেয় আবগারি আধিকরাকিরা । হাতেনাতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে গাড়িতেও তুলে নেয় । ফেরার সময়ে স্থানীয় বহু মহিলা ঘিরে ফেলে তাদের রাস্তা । মহিলারা জানান- গ্রামের পুজো উপলক্ষে মদ তৈরী করা হয়েছে । তার জন্য এতো বাজেয়াপ্ত বা ভাঙচুর মানা যাবে না । তারপর থেকেই উত্তেজনা থেকে আবগারি ওসি চন্দন দাস থেকে সেখানে রাস্তায় পেলে বেধড়ক মারধোর করা হয় । বাধা দিতে এসে প্রহৃত হন অনেক কর্মীরাই । ভাঙচুর হয় আবগারি দফতরের গাড়ি গুলিও । পরে আহতদের উদ্ধার করে গড়বেতা থানার পুলিশ চন্দ্রকোনা হাসপাতালে ভর্তি করেন । জেলার আবগারি সুপার একলব্য চক্রবর্তী বলেন- এই ধরনের অবৈধ কারবারীরা যা করেছে তা মেনে নেওয়া যাবেনা । অভিযান চলবে । আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

পাকিস্তানকে আক্রমণ না করার আবেদন চিনের

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : বিদেশ সফরে গিয়ে বারবারই নাম না করে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানকে বিদ্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিরঘিজস্থানে হতে চলা সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও সামিটেও এই প্রসঙ্গে মুখ খুলবেন প্রধানমন্ত্রী, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না কোনও মহলেরই। তবে ছয়ের পাতায় দেখুন

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবে

ঢাকা, ১০ জুন (হি.স.) বর্তমান সংসদকে "অবৈধ" বলার পরও সংসদে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিক বিএনপি ও গণফোরামের সাংসদদের যোগদানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রন্টের আরেক শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আসম আবদুর রব। সোমবার বিকেলে ফ্রন্টের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে এই ব্যাখ্যা দেন। এ সময় তিনি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবেন বলে জানিয়েছেন। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দুই শরিকের সাংসদরা সংসদে যাওয়ায় জোটে মতভেদ বিরাট হয়ে উঠেছিল, আজকের বৈঠকের পর মেঘ কেটে গেল কিনা তা অবশ্য পুরোপরি স্পষ্ট হলো না। আজ সোমবার বিকাল সাড়ে চারটায় জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রবের উত্তরার বাসভবনে এ বৈঠক বসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠকের পর আ স ম আবদুর রব সাংবাদিকদের সামনে সরকারের বিভিন্ন "অনিয়ম", "দুর্নীতির" চিত্র তুলে ধরেন। এ সময় তিনি সংসদকে "অবৈধ" বলার পরও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচিতদের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। রব বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আজ কারাগারে, তিনি যেখানে চিকিৎসাধীন আছেন সেখানে বোমা পাওয়া গেছে। তার জীবন হুমকির মুখে। আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাগারে। লক্ষাধিক মামলা রয়েছে নেতাকর্মীদের নামে। সংসদে এসব বিষয়ে আলোচনা করতেই নির্বাচিতরা শপথ নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জনগণের ঐক্য, "জনগণের স্বার্থেই" তারা সংসদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে এসেছেন। এ নিয়ে ভুলবোঝাবুঝির কোনো াবকাশ নেই। আ স ম রব বলেন, পরবর্তীতে ড় কামাল হোসেনের মতিঝিলের চেম্বারের বৈঠকে আন্দোলনের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় মঈন খান, জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব, দলটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক রতন, কৃষক শ্রমিক জনতা লিগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সিদ্দিকী, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সাঈদ ও অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ড় রেজা কিবরিয়া, নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. জাহিদুর রহমান, নাগরিক ঐক্যের নেতা মমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিকে তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদ আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মধ্যেই ঐক্য নেই। যারা নিজেদের ঐক্য ধরে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে তাদের আন্দোলনের ঘোষণা, সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য গড়ার ঘোষণা নেহাতই হাস্যকর।

বেনামি লেনদেনের দায়ে গ্রেফতার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি

ইসলামাবাদ, ১০ জুন (হি.স.) : সোমবার ইসলামাবাদে নিজের বাসভবন গ্রেফতার হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। পাকিস্তান পিপলস পার্টির কো চেয়ারম্যান জারদারিকে গ্রেফতার করে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরো বা ন্যাবের আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালে বেশ কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্কে থেকে খোলা হয়েছিল ২০ বেশি বেনামি অ্যাকাউন্ট। আর, সেখান থেকেই চলত অবাধে চলত লেনদেনের কাজ। এই অভিযোগই উঠেছে আসিফ আলি জারদারি ও তাঁর বোনের বিরংদ্ধে। জানা গিয়েছে, ভুয়ো বেশ কিছু অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৪.৪ বিলিয়ন অর্থ বেআইনি ভাবে লেনদেন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুরু হয়। তখনই তদন্তে নামে ন্যাব।

সোমবারের এই গ্রেফতারির প্রতিবাদে দলের কর্মীরা, জারদারির দুই সন্তান বিলাওল ও আসিফা তাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জারদারির বাড়ির সামনে জড়ো হন। প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা।

দিন কয়েক আগেই ইসলামাবাদ হাইকোর্টে গ্রেফতারি পরোয়ানার এড়ানোর আবেদন করেছিলেন জারদারি। তবে সেই আবেদন নাকচ করে আদালত। হাইকোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চ এই রায় দিয়েছিল।

জারদারি ও তাঁর বোন ফরিয়াল তালপুর যৌথভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আগের জামিনের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেন।সেই আবেদন নামঞ্জুর হওয়ার পর এই গ্রেফতারি ছিল সময়ের অপেক্ষা। সোমবার বেশ কয়েকজন মহিলা পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা জারদারির বাসভবনে যান। তার আগে গোটা এলাকা পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। তবে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার আগে কোর্ট চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন জারদারি ও তাঁর বোন তালপুর।

রবিবার আসিফ আলি জারদারির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।

এরই মধ্যে জারদারিকে বাঁচাতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে পিপিপি। বৈঠক শুরং হয়েছে দলের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে। আসিফ আলি জারদারি ও তালপুরকে বাঁচানোর কোনও আইনি রাস্তা খোলা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওল ভুট্টো জারদারির মুখপাত্র মুস্তাফা নওয়াজ খোকর দলের সমর্থকদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমানে, জারদারি একাধারে পার্লামেন্টের সদস্য এবং অন্যদিকে বিরোধী দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির কো-চেয়ারম্যানের পদ সামলাচ্ছেন। ২০০৮-১৩ সালের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

বেতন কমিশন, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ বিজেপি কর্মী পরিষদের

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ বেতন কমিশন সম্পর্কে মন্তব্যের প্রতিবাদ করল বিজেপি সমর্থিত সরকারী কর্মচারী পরিষদ। এই সঙ্গে পূর্ব ঘোষিত জুলাই মাসের গোড়াতে বিকাশ ভবনে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অপদার্থ চেয়ারম্যানকে, ঘেরাও কর্মসূচি পালন করার হুমকি দিয়েছেন পরিষদের আহ্বায়ক দেবাশীষ শীল।

সোমবার দেবাশীষবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "বেতন কমিশনের কাজে গতি আনার বিষয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা আমাদের কাছে গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এই রাজ্য সরকার বেতন কমিশনের মেয়াদ দফায় দফায় বাড়িয়ে ৪ বছর ১ মাস করেছে, যা এক কথায় সারা ভারতে নজীরবিহীন। তা ছাড়া সর্বশেষ আদেশবলে বেতন কমিশনের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৯ অবধি করা হয়েছে।"

দেবাশীষবাবুর মতে, "এই পরিস্থিতিতে কমিশনের কাজের গতি বাড়ানোর কথা হাস্যকর বলেই মনে হয় আমাদের। আসলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকদের পোস্টাল ব্যালটে প্রায় সব কেন্দ্রে বিজেপির পক্ষে বিপুল পরিমাণে জয়লাভ করার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী, শিক্ষকদের অসন্তোষকে প্রলেপ দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বঞ্চিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখ এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে না।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে 'ত্রিপুরার সোনা' সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০, জুন।। সোমবার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরার সোনা সম্বর্ধনা ও অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের মেগা লাকি ড্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিভার উজ্জ্বলতায় পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা আজ সত্যিকার অর্থে সনাময়। খাটি সোনার নিরিখে দেশের অনেক সেরারাই রাজ্যের উর্বর ভূমির সন্তান এবং বহু মুল্যবান রত্ন। সেই কৃতি সোনা সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনে বিশ্বের দরবারে ত্রিপুরা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স গর্বিত মনোভাবে ত্রিপুরার সোনা দের কুর্নিশ জানায়। পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানকারী পাঁচ সোনার মেয়েকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মাননা জ্ঞাপনের মতো উদ্যোগে সামিল হয়েছে। এদিন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, উদীয়মান ক্রিকেটার মামন রবি দাস, জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়ান পূজা সাহা, কিক বক্সিং-এ অসামান্য অবদানকারী নিষ্ঠা চক্রবর্তী এবং ক্ষুদে দাবাড়ু অর্সিয়া দাসকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী কেও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে। তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রুপক সাহা ও অর্পিতা সাহা। সম্মাননা স্বরূপ স্মারক, পুষ্প স্তবক, ফল ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পাঁচ সোনার মেয়েদের প্রত্যেককে হীরার গহনা উপহার দেওয়া হয়। দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দীকে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সোনার গহনা উপহার দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আয়োজিত অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব এর মেগা লাকি ড্র পুরষ্কার বিজেতা রামনগরের মানিক শীলের হাতে মুল্যবান হীরের নেকলেস সেট তুলে দেওয়া হয়। বিশ্ব অঙ্গনে ত্রিপুরার এই সোনা ইতিমধ্যেই খাটি সোনা হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা চলে এসেছে বলে জানান শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রুপক সাহা।

গাঁজা সহ দুই ব্যক্তি আটক

নজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০, জুন।। রবিবার গভীর রাতে বিশালগড় থানার অন্তর্গত ঘণীয়া মারা এলাকা থেকে শুঁকনো গাঁজা সহ বহিঃরাজ্যের দুই ব্যক্তিকে আটক করলো পুলিশ। ধৃত দুই ব্যক্তির নাম উদয় প্রসাদ সিং ও সিদ্ধিনাথ ভারতী। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এক্টে মামলা গ্রহণ করেছে। সোমবার তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে ধৃতদের বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। আদালত ধৃতদের দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে বলে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী জ্যোতি প্রকাশ সাহা।

অনুব্রত গড়ে ২০০০ তৃণমূল কর্মী সমর্থক যোগ দিল বিজেপিতে

বোলপুর, ১০ জুন (হি.স.) : অনুব্রত মন্ডলের গড় বোলপুরে তৃণমূল ছেড়ে প্রায় দুই হাজার কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। জয় বাংলা, জয় হিন্দ বলার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সৌজন্যে জয় শ্রীরাম লিখে মুখ্যমন্ত্রী ঠিকানায় চিঠি লেখার জন্য সদ্য যোগ দেওয়া কর্মীদের নির্দেশ দিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। বোলপুরের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন প্রায় দুই হাজার কর্মী-সমর্থক। বোলপুর শহর সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে মূলত যোগ দেন কর্মী সমর্থকরা।

যোগদান করার পর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় বলেন, দিদি বলেছেন জয় বাংলা জয় হিন্দ তাই এ কথা বলার জন্য, দিদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌজন্যে জয় শ্রীরাম লিখে চিঠি লিখুন। পাশাপাশি তিনি দলীয় কর্মীদের হাতের কাছে বাঁশ, লাঠি, ইঁট রাখার পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রামকৃষ্ণ বাবুর ব্যাখ্যা, তৃণমূলীরা যেভাবে আমাদের কর্মীদের আক্রমণ করছে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে এই পরামর্শ দিয়েছি।

পঃবঙ্গে আদালতে সারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত দেবযানী মুখার্জি

দুবরাজপুর, ১০ জুন (হি.স.) : সারদা কাণ্ডে একাধিক মামলা ঝুলছে এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত দেবযানীর মাথায়। সেই সকল মামলার জন্য তাকে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে হাজির থাকতে হয়। সোমবার একটি মামলায় পুলিশ তাকে দুবরাজপুর আদালতে পেশ করে।

২০১৩ সালে লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নমিতা বিশ্বাস নামে এক প্রতারিত দেবযানী মুখার্জির বিরুদ্ধে সারদাকাণ্ডের প্রতারণার জন্য একটি মামলা করেন। এই মামলার ভিত্তিতে আজ ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।